NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মাতৃ আজ্ঞা পালনে চিরকুমার-ই থাকলেন দেব সেনাপতি কার্তিক

বিরলতম অস্ত্রোপচারে সন্তান প্রসব বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ৬

কলকাতা ১৭ নভেম্বর ২০২৩ ৩০ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 17.11.2023, Vol.17, Issue No. 155, 8 Pages, Price 3.00

## এক নজরে

### ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

**কলকাতা:** ৩ উইকেটে জিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের সামনে অস্ট্রেলিয়া। তবে যতটা সহজে অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে জিতবে বলে মনে করা হচ্ছিল ম্যাচের প্রথমার্ধে, ততটা সহজে জয় পেল না পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীরা। ইডেন গার্ডেন্সের মন্থর হয়ে যাওয়া উইকেটে যথেষ্ট খেটে জিততে হল তাদের। পাঁচ বার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে পাঁচ বারই হারল দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেট হারাতেই মেক্সিকান ওয়েভ গ্যালারিতে। শামসি-মহারাজের কোনও ডেলিভারি টার্ন করতেই ম্যাজিকের প্রত্যাশা বাড়ল।

### আজ ফের মন্ত্রিসভার বৈঠকের ডাক মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। তার আগে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে ৮ অক্টোবর নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার ১০ দিনের ব্যবধানে ফের একবার বৈঠক ডাকলেন তিনি।

নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকে সমস্ত দপ্তরের মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও স্বরাষ্ট্রসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর, অর্থ দপ্তরের ভূমি সংস্কার মহাধ্যক্ষ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের সচিবদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ১২ই অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে চোটের কারণে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে বসেছিল বৈঠক। এরপর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়ার পর ৮ অক্টোবর নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসেছিল। এরপর আবার ১৭ই নভেম্বর অর্থাৎ আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী।

### মণিপুরে সেনার গাড়িতে আইইডি বিস্ফোরণ

**ইম্ফল, ১৬ নভেম্বর:** ৩ মে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। সেনা ও পুলিশের হস্তক্ষেপে হিংসার ঘটনা অনেকটা কমলেও, এখনও বিক্ষিপ্তভাবে নাশকতামূলক হামলা চলছে। এদিন ফের উত্তেজনা ছড়াল মণিপুরে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের টেংনোপাল জেলায় অজ্ঞাতপরিচয় যোদ্ধাদের হামলার মুখে পড়ল অসম রাইফেলস-এর একটি টহলদার দল।

সূত্রের খবর, তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি হামলা করা হয়েছিল। গাড়িটিতে অসম রাইফেলসের প্রায় ১০জন কর্মী ছিলেন। তবে, বিস্ফোরণে তাঁদের কেউ আহত হননি বলে জানা গিয়েছে। অসম রাইফেলসের এক আধিকারিক বলেছেন, হামলাকারীদের পরিচয় জানা যায়নি।

# শক্তি বাড়িয়ে আরও এগোল নিম্নচাপ
# ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'র জন্য সতর্কতা জারি আলিপুর হাওয়া অফিসের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপের। বৃহস্পতিবার সকালেই সাগরে ঘনিয়ে ওঠা ওই দুর্যোগ সাধারণ নিম্নচাপ থেকে পরিণত হয়েছিল গভীর নিম্নচাপে। বিকেলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই গভীর নিম্নচাপ পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে। আর যদি তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, তবে তার নাম হবে 'মিধিলি'। সেই মতো সতর্কতাও জারি করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে।

নিম্নচাপের জেরে বুধবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। তার পরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কিছু জেলায় রোদ উঠেছিল ভাইফোঁটার দিন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবশ্য আর রোদের দেখা মেলেনি। কলকাতা তো বটেই, তার পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরের আকাশ ছিল মেঘলা। পরে বেলা বাড়তেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টিও শুরু হয় কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায়। পরে হাওয়া অফিস জানায়, বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়তে শুরু করেছে নিম্নচাপের। শুক্রবার রাতের মধ্যেই তা পরিণত হতে পারে একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে। যার হাওয়ার গতি ছুঁতে পারে ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া শেষ বুলেটিন অনুযায়ী, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত বাংলার দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে ওই নিম্নচাপ। বুধবার রাতে দিঘা থেকে তার দূরত্ব ছিল ৬৭০ কিলোমিটার। বৃহস্পতিবার দুপুরে তা অনেকটাই এগিয়ে এসে অবস্থান করছে দিঘা উপকূল থেকে ৪১০ কিলোমিটার দূরত্বে। প্রতি ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার গতিবেগে সাগর থেকে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে এগোচ্ছে এই নিম্নচাপ।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, যদি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, তবে আগামী শনিবার অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর তার স্থলভাগে ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে মিধিলির। তবে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, এ রাজ্যে অর্থাৎ বাংলার উপকূলে তার আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। আপাতত যে গতিতে এগোচ্ছে, আবহবিদদের অনুমান সেটি ৮০ কিলোমিটার গতিবেগে আছড়ে পড়তে পারে বাংলাদেশের মোংলা এবং খেপুপাড়া উপকূলের মাঝামাঝি।

বাংলায় না এলেও এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে বাংলাতে। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবারই হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল হাওয়া অফিস। শুক্রবার আরও এক ধাপ এগিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু কিছু এলাকায়। শুক্রবার এই তিন জেলার পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি হতে পারে হাওড়াতেও। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলা যেমন হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে শনিবার পর্যন্ত।

মৎস্যজীবীদের জন্যও লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ইতিমধ্যে সাগর, পাথর, নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যজীবীদের ট্রলার বন্দরে ফিরতে শুরু করেছে।

## কৃষির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে নির্দেশিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিম্নচাপের জেরে অসময়ে বৃষ্টিতে পাকা ধান ও শীতকালীন সবজি চাষে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্য কৃষি দপ্তরের মুখ্য আবহাওয়াবিদ মৃণাল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই সময় বেশি বৃষ্টি চাষের জন্য অনেকটাই ক্ষতিকর। জেলায় জেলায় শীতের সবজির চাষ শুরু হয়েছে। বৃষ্টি একটু বেশি হলেই সেসব সবজি খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কৃষি ও আবহাওয়া দপ্তর কৃষির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান জেলায় বৃহস্পতিবারের মধ্যেই ধান কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনও যাঁরা আলু চাষ শুরু করেননি, তাঁদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। চাষের মাঠ থেকে জমা জল দ্রুত বের করার আগাম ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি এখন সার, কীটনাশক ইত্যাদি জমিতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। শক্তিশালী নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র উত্তাল হবে। তাই বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না থাকার জন্য লাল সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। উপকূলের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবে সাধারণ মানুষ নানাভাবে সমস্যায় পড়তে পারেন। ঝড়বৃষ্টির কারণে যদি কোনও এলাকার মানুষের বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হয়, তা হলে স্থানীয় আশ্রয়স্থলে তাঁরা আশ্রয় নিতে পারেন বলেও নবান্নের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীতের মুখে এই বৃষ্টির ফলে স্বাভাবিকভাবে জনজীবন ব্যাহত হতে পারে। সেই দিকেও স্থানীয় প্রশাসনকে কড়া নজর রাখতে নবান্নে তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# জয়নগরকাণ্ডে নদিয়া থেকে ধৃত সিপিএম নেতা আনিসুর
## ধৃতই হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড বলে মত পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** জয়নগরে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুনের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 'মাস্টারমাইন্ড' আনিসুর লস্কর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অন্য জনের নাম কামালউদ্দিন ঢালি। বৃহস্পতিবার গাড়ি ভাড়া করে নদিয়ায় পালাচ্ছিলেন তাঁরা। মোবাইল ফোনে আড়ি পেতে তাঁদের ধরেছে পুলিশ। দু'জনেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তবে খুনের মোটিভ এখনও স্পষ্ট নয় বলেই জানিয়েছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে আরও পাঁচজনকে। সিপিএম নেতা আনিসুর লস্করই 'মাস্টারমাইন্ড' বলে মনে করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত আনিসুর লস্কর, এলাকার সিপিএম নেতা। জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনে এফআইআরে নাম ছিল তার। খুনের পরই সন্দেশখালি হয়ে নদিয়ার রানাঘাটে গা ঢাকা দিয়েছিল আনিসুর লস্কর। রানাঘাট থেকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার সিপিএম নেতা। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করেই তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে। কেন তৃণমূল নেতাকে খুন করল ওই সিপিএম নেতা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সোমবার খুন হন জয়নগরের বামনগাছি পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন। ওই ঘটনায় দলুয়াখাকির বাসিন্দা আনিসুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের লোকজন। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন আনিসুর। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি জানিয়েছেন, ধৃত

দু'জনেই খুনের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কামালউদ্দিন সুপারভাইজারের কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি থেকে তাঁরা গাড়ি ভাড়া করেন। ১১ হাজার টাকা দিয়ে। তার পর সেই গাড়িতে চেপে রওনা হন নদিয়ার উদ্দেশে। রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপারকে জানানো হয় বিষয়টি। রানাঘাট পুলিশের সহায়তায় নদিয়ার মোহনপুর ফাঁড়িতে তাঁদের আটক করা হয়।

সোমবার তৃণমূল নেতা খুনের পর বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার পার্থ ঘোষের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করা হয়। তাতে ছিলেন ১১ জন। সেই দল তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, ঘটনার দিন দু'টি বাইকে চেপে পাঁচ জন এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক জন সাহাবুদ্দিন গণধোলাইয়ে মৃত। আর এক জন শাহরুল শেখকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ বার আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

ধৃত শাহরুল যে 'বড় ভাই'-এর কথা বলেছিলেন, সেই বিষয়েও বিশদে কিছু জানাতে চায়নি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, জয়নগরকাণ্ডে ধৃত শাহরুল শেখ যে নাসির ওরফে 'বড় ভাই'-এর কথা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, তাঁর নাম আলাউদ্দিন সাঁপুই। তিনি মন্দিরবাজার থানা এলাকার টেকপাঁজা গ্রামের বাসিন্দা। এলাকায় আলাউদ্দিন সিপিএম নেতা হিসাবে পরিচিত।

সইফুদ্দিন-খুনের পিছনে যে ভাড়াটে খুনি রয়েছে, তা আগেই আন্দাজ করেছিলেন তদন্তকারীদের একাংশ। পুলিশ মনে করছে, খুনের আগে রীতিমতো পুরো এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। সবটাই পরিকল্পনামাফিক। আততায়ীদের গুলি করার দিনক্ষণ এবং অপারেশনের ধরন দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের নেপথ্যে কোনও 'পাকা মাথা' রয়েছে।

তবে এই 'পাকা মাথা' যে নাসিরই, তা খোলসা করেনি পুলিশ। সূত্রের খবর, এর আগে তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছিলেন জয়নগরকাণ্ডের 'পাকা মাথা' আদতে নাসির হালদার নামে টেকপাঁজা গ্রামের এক বাসিন্দা। ধৃত শাহরুলের বয়ানে উঠে এসেছিল নাসিরের নাম। শাহরুলের দাবি, সইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এই নাসিরই। গুলি চালিয়েছিলেন সাহাবুদ্দিন।

# খুন আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধান

নিহত রূপচাঁদ মণ্ডল

ঘটনাস্থলে বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং ও আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান

**আমডাঙা:** বাজার করতে এসে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হলেন আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানের নাম রূপচাঁদ মণ্ডল। বয়স ৩৭ বছর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর নিজের চার চাকা গাড়ি নিয়ে কামদেবপুর হাটে বাজার করতে আসেন। হাটবার থাকায় হাটে ভিড় ছিলো। গাড়ি থেকে নামার পরেই বাইকে চড়ে আসা জনা চারেক দুষ্কৃতী আচমকাই একাধিক বোমা মারে। বোমার তার কাঁধে এসে লাগে। বোমা মেরেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বারাসাতের ডাকবাংলো মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানান ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। অর্জুন সিং বলেন, খুব তরজাতা যুবক ছিলো। দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল। যারাই এই কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীরা পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়েই সাংসদ অর্জুন সিং, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান হাসপাতালে ছুটে আসেন।

## আদালতে বাঁচার আর্তি জ্যোতিপ্রিয়র

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অসুস্থতার কারণে সশরীরে বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে পারেননি রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়। শুনানি শুরু হতেই বিচারক তাঁর কুশল সংবাদ নেন। জিজ্ঞেস করেন, কী সমস্যা রয়েছে তাঁর। জ্যোতিপ্রিয়ের আর্তি, 'আমাকে বাঁচতে দিন।' বিচারক তাঁর অসুস্থতার কথা শোনার পর জানান, চাইলে তিনি সেলে ফিরে যেতে পারেন। জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে আইনজীবী দাবি করায় বিচারক জানান, তিনি নিশ্চয়ই জেল এবং কোর্টের এক্তিয়ারের বিষয়ে অবগত। বৃহস্পতিবার জামিনের আবেদন করেননি জ্যোতিপ্রিয়। অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়নি। শুনানি শুরু হতে বিচারক প্রশ্ন করেন, 'কী সমস্যা হচ্ছে আপনার? যেখানে আপনি বসে রয়েছেন, আপনার কী সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা হলে ওঁকে নিয়ে যেতে পারেন।' জবাবে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, '৩৫০ সুগার। হাত-পা কাজ করছে না। বাঁচতে দিন।' এর পর জ্যোতিপ্রিয় নিজের আইনজীবী পরিচয় তুলে ধরেন।

# কলকাতায় লালু ও তেজস্বী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আচমকাই কলকাতায় হাজির লালুপ্রসাদ যাদব। সঙ্গী লালুপুত্র তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। ব্যক্তিগত কাজে বৃহস্পতিবার তাঁরা কলকাতায় এসেছেন বলে খবর। চলতি সফরে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী তথা ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ

বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তেজস্বী।

বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা এসেছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালু ও তেজস্বী। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন অনুগামীরা। ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই কলকাতায় এসেছেন তাঁরা। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় থাকতে পারেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই কলকাতায় এসেছেন তাঁরা। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় থাকতে পারেন তাঁরা। তবে এই সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরা কোনও সাক্ষাৎ করবেন কি না সে বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। তবে এ বিষয়ে পরে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তেজস্বী যাদব।

# গরিবের কথা এবার একটু ভাবতে হবে: বিচারপতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় গরিবের কথা ভাবতে বললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাতেই বিচারপতি মন্তব্য করলেন, 'গরিবের কথা এবার একটু ভাবতে হবে।' একদিকে যখন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা যখন রাস্তায় বসে আন্দোলন চালাচ্ছেন, তখন বিচারপতির এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনার একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন সলেনা খাতুন। ২০১৮ সালে অসুস্থ

হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মায়ের মৃত্যুর পরে ছেলে শেখ সাহিল ওই জায়গায় নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। পরে তা খারিজ করে দেয় জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল। সেই চাকরির আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই যুবক। সেই মামলাতেই এই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আইভরি টাওয়ারে বসে বিচার করলে চলবে না। অনেক হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। গরিবের কথা একটু তো ভাবতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'দরিদ্রের চোখের জলের হিসেব কেউ নেয়নি। এবার হিসেব নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

# বিশ্বভারতীর বিতর্কিত ফলক বাতিলের নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত ফলক এবার বাতিল করার নির্দেশ দিল শিক্ষা মন্ত্রক। এই মর্মে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। বিশ্বভারতীর ওই ফলকে কেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নেই, সেই নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে। এদিকে এই বিতর্কের আবহেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে মেয়াদ ফুরিয়েছে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয়কুমার মল্লিক। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পরই বিশ্বভারতীর সমস্যা কাটাতে শিক্ষা মন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। আর এরই মধ্যে বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে পদক্ষেপ করল শিক্ষা মন্ত্রক। ওই ফলক পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে। সূত্রের খবর, শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট স্থির করে দেওয়া হবে এবং সেই ফরম্যাটেই নতুন ফলক তৈরি করতে হবে। একইসঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আট

জনের একটি কমিটি গঠন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে। সেই কমিটিতে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার জন বিভাগীয় প্রধান ও দু'জন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্য। এই কমিটির মাধ্যমে স্থির হবে ফলকে কী লেখা হবে। পাশাপাশি ফলকে যে লেখা থাকবে, সেটি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি তিন ভাষাতেই লেখা থাকতে হবে। সূত্রের খবর, পরিবর্তিত ফলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা উপাচার্যের নাম না রাখারও প্রস্তাব দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রক।

# দাম কমল বাণিজ্যিক গ্যাসের

**নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর:** বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম একদফা বাড়িয়ে নিয়ে খানিক কমাল কেন্দ্র। দীপাবলির দুই সপ্তাহ আগেই বাণিজ্যিক গ্যাসের (১৯ কেজি) দাম এক ধাক্কায় বেড়েছিল ১০১ টাকা। বৃহস্পতিবার সিলিন্ডার পিছু ৫৭.৫০ টাকা কমাল পেট্রোলিয়াম সংস্থা। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কিছুটা কমায় সুবিধা হবে হোটেল, রেস্তরাঁগুলির। উৎসবের মরশুমে তার ফল পেতে পারে খাদ্য রসিকরা। ১০১ টাকা কমায় কলকাতায় ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের নতুন দাম হল ১৮৮৫.৫০ টাকা।

# থানাতে মৃত্যু ছিল স্বাভাবিকই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় মৃত যুবকের দেহে আঘাতের চিহ্ন নেই। অশোক সিংয়ের মৃত্যু একেবারে স্বাভাবিক। আগে থেকেই রোগে ভুগছিলেন। ব্রেনে টিউমার ছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। চিকিৎসকরা মনে করছেন, অশোক সাউয়ের অ্যানিউরিজম বা মস্তিষ্কের ধমনী ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণের জেরেই মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবল রক্তক্ষরণ হয়। যার ফলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**CHANGE OF NAME**

I, PRAKASH GUPTA S/O Parmeswar Gupta residing at 169/8, Natungram Road, Saheb Bagan, P.O.- Shyamnagar, P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743127, WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 19.08.2022 that KRRISH GUPTA is my son and KRITIKA GUPTA is my daughter. We originally belong to the OTHER BACKWARD CASTE (OBC) and our community is "MOIRA MODAK" HALWAI vide Schedule Caste & Tribe Welfare Department, Govt. of West Bengal notification No. 346-TW/EC dated 13th July, 1994. Inadvertently, in the OBC certificates to my son KRRISH GUPTA & daughter KRITIKA GUPTA, issued by the SDO, Barrackpore, the caste has been written as "TELI KOLU". A correction as "MOIRA MODAK" HALWAI in place of "KOLU TELI" is requested to avoid future complications.

**CHANGE OF NAME**

I, PRAKASH GUPTA S/O Parmeswar Gupta residing at 169/8, Natungram Road, Saheb Bagan, P.O.- Shyamnagar, P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743127, WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 16.07.2021 that my actual and correct name is PRAKASH GUPTA and actual date of birth is 08.01.1973 and these both are recorded in my PAN card and my Madhyamik admit card but inadvertently in my LIC certificate, my name is recorded as PRAKASH KUMAR GUPTA in my son Krish Gupta's birth certificate issued by Kolkata Municipal Corporation and my date of birth has been recorded as 29.03.1973 in my Aadhar card in place of 08.01.1973, my correct date of birth. PRAKASH GUPTA and PRAKASH KUMAR GUPTA is a same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি, পলাশ কুমার মন্ডল, পিতা - শ্রী গদাধর মন্ডল, ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং - সি/৩, তৃতীয় তল, গৌরী আবাসন, ৫/১, এম.এম. ফিডার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৭ নোটারি পাবলিক / ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, এলডি. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, এ্যাফিডেভিট নং N055228, তারিখ 14.11.2023, পলাশ মন্ডল এবং পলাশ কুমার মন্ডল একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**বিজ্ঞপ্তি**

**অফিস স্থানান্তর**

আশা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া মাইক্রোফাইনান্স লিমিটেড এর মুন্সিরহাট শাখা অফিস স্থান পরিবর্তন / মার্জ এর পরিবর্তিত ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হল -

| বর্তমান ঠিকানা | পরিবর্তিত ঠিকানা |
|---|---|
| মুন্সিরহাট ব্রাঞ্চ | বড়গাছিয়া ব্রাঞ্চ |
| গ্রাম-বল্লভবাটি | গ্রাম-বড়গাছিয়া (IDBI BANK এর সন্নিকটে) |
| পো- মুন্সিরহাট | পো- বড়গাছিয়া |
| থানা- জগৎবল্লভপুর | থানা- জগৎবল্লভপুর |
| জেলা- হাওড়া | জেলা- হাওড়া |
| পিন- ৭১১৪১০ | পিন- ৭১১৪০৪ |

উক্ত স্থান পরিবর্তন ০১/১২/২০২৩ ইং তারিখ হতে কার্যকারী হবে।

**বিজ্ঞপ্তি**

**অফিস স্থানান্তর**

আশা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া মাইক্রোফাইনান্স লিমিটেড এর উলুবেড়িয়া শাখা অফিস স্থান পরিবর্তন / মার্জ এর পরিবর্তিত ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হল -

| বর্তমান ঠিকানা | পরিবর্তিত ঠিকানা |
|---|---|
| উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ | উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ |
| গ্রাম-বাজারপাড়া | গ্রাম- মাজেরআঁটি রায়পাড়া |
| পোঃ- উলুবেড়িয়া | পোঃ- যদুরবেড়িয়া |
| থানা-উলুবেড়িয়া | থানা-উলুবেড়িয়া |
| জেলা- হাওড়া | জেলা- হাওড়া |
| পিন-৭১১৩১৬ | পিন- ৭১১৩১৬ |

(উক্ত ঠিকানার উলুবেড়িয়া-২ ব্রাঞ্চ মার্জ করা হবে)

উক্ত স্থান পরিবর্তন ০১/১২/২০২৩ ইং তারিখ হতে কার্যকারী হবে।

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

# সাংসদদের নিজেদের প্রশ্ন নিজেদেরই লিখতে হবে

## শীতকালীন অধিবেশন থেকেই নয়া নিয়ম



**নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর:** এথিক্স কমিটি নিজেদের রিপোর্টে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ বাতিল করার সুপারিশ করেছিল বলে সূত্রের খবর। এখনও পর্যন্ত বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের যা মনোভাব তাতে, লোকসভায় ওই রিপোর্ট পেশ হলে শাসক শিবির ওই সুপারিশকে পূর্ণ সমর্থন জানাবে। তবে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হলে, রাজনৈতিকভাবে তিনি এবং তাঁর দল লাভবান হবে কি না, তা-ও মাথায় রাখছে বিজেপি।

মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি তাঁর সাংসদ অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকে দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, এর পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভার সাংসদদের হয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত আপ্তসহায়কদের অনলাইনে প্রশ্ন জমা দেওয়ার যে অধিকার ছিল, তা আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে প্রশ্ন করতে হলে, সাংসদদের নিজস্ব অনলাইন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বা হাতে লিখেই তা করতে হবে। এ নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে বুধবার একটি বৈঠকেও বসে লোকসভার সচিবালয়। তবে আগামী দিনে আপ্তসহায়কদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত বৈঠকে হয়নি।

ঘুষের বদলে প্রশ্ন করার যে অভিযোগ মহুয়ার বিরুদ্ধে উঠেছিল, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট গত বৃহস্পতিবার গৃহীত হয় সংসদীয় এথিক্স কমিটির বৈঠকে। সূত্রের মতে, রিপোর্টে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ বাতিল করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সরকারি তদন্ত (অর্থাৎ সিবিআই এবং ইডি) করার সুপারিশ করা হয়েছে।

আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সূত্রের মতে, ওই অধিবেশনে স্পিকার ওম বিড়লা যদি মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ সংক্রান্ত রিপোর্টটি লোকসভায় পেশ করেন, রিপোর্টটিকে বিজেপি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাবে। নিশিকান্ত দুবের মতো বিজেপির একটি বড় অংশ মহুয়ার সাংসদ পদ বাতিলের পক্ষে।

# সুরঙ্গবন্দি শ্রমিকদের উদ্ধারে মার্কিন যন্ত্র

## উত্তরকাশীতে পুজো করে শুরু হয়েছে ড্রিল



**দেরাদুন, ১৬ নভেম্বর:** উত্তরকাশীর বিপর্যয় পাঁচদিনে পড়ল। হাজার চেষ্টার পরেও উদ্ধারকাজ কার্যত থমকে। সুড়ঙ্গবন্দি ৪০ শ্রমিক ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এই অবস্থায় দিল্লি থেকে নতুন করে আনা হয়েছে একটি মার্কিন যন্ত্র। ওই ড্রিল মেশিনটি ব্যবহারের আগে ঘটা করে পুজোপাঠ হল। মার্কিন সংস্থার তৈরি 'অউগার ড্রিলে'র ব্যবহারে মাটির পাশাপাশি পাথরও ফুটো করা যায়। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিটার ধ্বংসাবশেষ সরাতে সক্ষম এই ড্রিল। ১ থেকে ৩০ মিটার গভীর গর্ত করতে পারে। যে কাজে একজন শ্রমিকের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যায়, সেই কাজ নিমেষে করতে পারে ড্রিল। এতে রয়েছে বিশেষ ধরনের ব্লেড। সেটিরই নাম 'অউগার'। উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যে তিনটি ড্রিল মেশিন কাজে লাগানো হয়েছে। আরও ৩টি একই ধরনের ড্রিল আনা হয়েছে দিল্লি থেকে।

বৃহস্পতিবার সেই মেশিন কাজে লাগানোর আগে পুজো দিলেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। ওই পুজোর সময় দুর্ঘটনাস্থলে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিকে সিং। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি হাল ছেড়ে দিয়েছে প্রশাসন। উদ্ধার সম্ভব নয় বলেই কি ভগবানে ভরসা। উল্লেখ্য, মন্ত্রীর বক্তব্যেও হতাশ সুড়ঙ্গে আটকে শ্রমিকদের পরিজনরা। ভিকে সিং জানান, একটি থাই বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে কথা হচ্ছে। উদ্ধারে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, ততদিন অবধি শ্রমিকরা সকলেই জীবিত থাকবেন তো?




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৭ই নভেম্বর। ৩০ শে কার্তিক। তিথী চতুর্থী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির র বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** আজ ১৭ ই নভেম্বর । শুক্র বার। এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

**বৃষ রাশি :** আজ কার্তিক সংক্রান্তি। মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

**মিথুন রাশি :** আজ শুক্র বার নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ ১৭ ই নভেম্বর কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** আজ শুক্র বার সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

**কন্যা রাশি :** আজ ১৭ ই নভেম্বর ।সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ। আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

**তুলা রাশি :** আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ শুক্র বার কার্তিক সংক্রান্তি। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

**ধনু রাশি :** আজ ইতুপ্রতিষ্ঠা। কার্তিক সংক্রান্তি যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

**মকর রাশি :** আজ শুক্রবার। গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্পপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** আজ ১৭ ই নভেম্বর, পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ ।আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন । সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

**মীন রাশি :** দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে ।বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

**(কার্তিক সংক্রান্তি। কার্তিক পূজা। শ্রীইতু পুজো ও প্রতিষ্ঠা রম্ভ। মাতঙ্গিনী হাজরা র ভূমিষ্ঠ দিবস। লালা লাজপত রায়ের প্রয়ান দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস্ সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

# ফুলের গয়নায় সজ্জিতা বড়মার বিদায় দেখতে নৈহাটিতে ভিড়



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** এ ধর্ম যার যার বড়মা সবার'। বড়মার এই মূল মন্ত্র আজ রাজ্য ছাড়িয়ে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর কালীপুজোয় বড়মার টানেই ভক্তরা দূরদূরান্ত থেকে নৈহাটিতে ছুটে আসেন। বড়মার বিদায় বেলায়ও ভক্তদের ভিড় উপচে পড়েছিল নৈহাটিতে। বড়মার বিসর্জন পর্ব দেখতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় জমতে থাকে নৈহাটির অরবিন্দ রোড জুড়ে। বেলার দিকে রীতি মেনেই বড়মার গায়ের স্বর্ণালঙ্কার খোলা হয়। তারপর মাকে ফুলের অলংকারে সাজিয়ে তোলা হয়। এদিন বিকেলে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে অগণিত ভক্তদের উপস্থিতিতে বড়মাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। বড়মার বিদায় বেলায় বহু ভক্তের চোখে জল নেমে আসে। মায়ের বিদায় বেলায় করজোড়ে সকলের একটাই প্রার্থনা, 'আবার এসো মা'। তবে বড়মার বিসর্জন ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বড়মা বিসর্জনের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'গত বছরের তুলনায় এবছর তিনগুন নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল। বড়মার বিসর্জন পর্ব এদিন নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে।' প্রতি বছরের মতো বড়মার বিসর্জনের পর নৈহাটির অন্যান্য পুজো কমিটির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।



*মুর্শিদাবাদের নশিপুর, ভগবানগোলায় বামেদের ইনসাফ যাত্রা। আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে সমাবেশ। ছিলেন, ডিওয়াই এফ আই-র প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম সহ প্রাক্তন ও বর্তমান যুব নেতৃত্ব।*

# দিল্লির বুকে ভুয়ো চিকিৎসক চক্র

## জাল ডাক্তারের হাতে মৃত ৭

**নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর:** দুই চিকিৎসক, শল্য চিকিৎসকের ভেক ধরে থাকা এক মহিলা এবং এক ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান মিলেই রাজধানীর বুকে ফেঁদে বসেছিলেন একটি গর্ভপাতের ক্লিনিক। শুধু গর্ভপাত নয়, আরও বেশ কিছু শল্য চিকিৎসা করা হত ওই ক্লিনিকে। দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাস এলাকায় রমরমিয়ে চলছিল ওই ক্লিনিক। সম্প্রতি, ওই ক্লিনিকে অস্ত্রোপচার করা দুই রোগীর মৃত্যুর ফলে ধরা পড়েছে এই মেডিক্যাল চক্র। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনকে, প্রাক্তন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান মহেন্দর সিং, ডা. নীরজ আগরওয়াল, তাঁর স্ত্রী পূজা আগরওয়াল এবং ডা. জসপ্রীত সিং।

পুলিশ জানিয়েছে, ২০২২ সালে আসগর আলি নামে এক রোগী, তাঁর পিত্তথলির চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন আগরওয়াল ক্লিনিকে। প্রাথমিকভাবে, তাঁকে জানানো হয়েছিল শল্যচিকিৎসা করে পিত্তথলিটি বাদ দিতে হবে। ডা. জসপ্রীত অস্ত্রোপচার করবন। কিন্তু আসগরের পরিবারের অভিযোগ, অপারেশনের ঠিক আগে, ডা. জসপ্রীতের জায়গায় আসেন পূজা আগরওয়াল ও মহেন্দ্র সিং। তাঁরা কেউই চিকিৎসক নন। কিন্তু, তাঁরাই অপটু হাতে অস্ত্রোপচার করেন। অপারেটিং রুম থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই আসগর আলি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেছিলেন। তাঁকে দ্রুত সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে পৌঁছনোর পর, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আসগর আলির মৃত্যুর পর, আগরওয়াল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিল তাঁর পরিবার। তারা অভিযোগ করেছিল, আগরওয়াল মেডিক্যাল সেন্টারের ডিরেক্টর ডা. নীরজ আগরওয়াল এবং বাকি তিনজনের কেউ মেডিক্যাল প্রোটোকলগুলি মানেন না। প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই একাধিক রোগীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে অস্ত্রোপচার করেন তাঁরা। তারা আরও অভিযোগ করে যে, ডা. আগরওয়াল আসলে একজন সাধারণ চিকিৎসক। তাঁর শল্যচিকিৎসার শংসাপত্র নেই। কিন্তু, একটি জাল নথি ব্যবহার করে তিনি নিয়মিত অস্ত্রোপচার করেন। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই আগরওয়াল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছিল পুলিশ।

# কোনও একজন চোর এসে নৈহাটিতে মাতৃদর্শন করেছেন

## নাম না করে অভিষেককে কটাক্ষ শুভেন্দুর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** 'একটা চোর নৈহাটিতে বড়মাকে দর্শন করতে এসেছিলেন'। বৃহস্পতিবার নৈহাটির হাজিনগরে এসে নাম না করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিকেলে হাজিনগর ছাই ময়দানে শ্রী শ্রী সূর্যা পূজা সমিতির উদ্যোগে ছট ব্রতীদের পুজোর সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কোনও এক চোর এসেছিল নৈহাটিতে মাতৃদর্শনে। চোরের জন্য মাতৃ দর্শনের অনুমতি আছে। ওঁর আসার আগে চোরকে যাঁরা ধরবেন তাঁরা মাকে প্রণাম করে গিয়েছেন। মা তাঁদের আগেই আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা চোর ধরবেন তাঁরা মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে গিয়েছেন।'

কালী ঠাকুর নিয়ে বির্তকিত মন্তব্য করা কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকেও এদিন তিনি নিশানা করেন। শুভেন্দু বলেন, 'একবছর আগে কৃষ্ণনগরের সাংসদ বলেছিলেন কালী ঠাকুর মদ খায়, গাঁজা খায়। কিন্তু একবছরের মধ্যেই তাঁর কি পরিণতি হল। এটাই মায়ের লীলা। এটাই আসল খেলা।' এদিন তিনি বাংলা থেকে তৃণমূল সরকারকে উপড়ে ফেলার ডাক দিলেন। শুভেন্দুর কথায়, 'ভেদাভেদের প্রাচীর তুলে বাংলায় চোর সরকার তৈরি হয়েছে। তবে এই ভেদাভেদের রাজনীতি আগামীদিনে বাংলায় চলবে না। সকলকে একজোট হয়ে চোর সরকারকে উৎখাত করতে হবে।' শুভেন্দুর সংযোজন, নিয়োগ দুর্নীতিতে গোটা শিক্ষা দপ্তর জেলে। আর রেশন দুর্নীতিতে গোটা খাদ্য দপ্তরও জেলে। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, জয় সাহা, রূপক মিত্র-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

# জিনপিংকে 'স্বৈরাচারী' বলে কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

**ওয়াশিংটন, ১৬ নভেম্বর:** দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে বৈঠক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চিনের রাষ্ট্রপ্রধান শি জিনপিং। আলোচনায় উঠে এল ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের এই দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে সম্পর্কের পারদ গলে কি না সেদিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। কিন্তু এই মেগা বৈঠক যে সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি তা স্পষ্ট হয়ে গেল বাইডেনের কথায়।

জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই ফের তাঁকে 'স্বৈরাচারী' বলে কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বুধবার সান ফ্রান্সিস্কোর দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ফিলোলি এস্টেটের একটি বাগানবাড়িতে বৈঠকে বসেন বাইডেন ও জিনপিং। চার ঘণ্টা আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে। বৈঠক শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি এখনও জিনপিংকে 'একনায়ক' বলেই মনে করেন? এর উত্তরে বাইডেন স্পষ্ট বলেন, ওনাকে দেখে তাই মনে হয়। জিনপিং একজন একনায়ক, কারণ তিনি চিনের মতো একটি কমিউনিস্ট দেশ শাসন করছেন। তিনি আরও বলেন, চিনের সরকার আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর এই বক্তব্যের পর বোঝাই গেল দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক হওয়ার পথ খুব একটা প্রশস্ত নয়। এদিনের বৈঠকে আমেরিকাকে খোঁচা দিতে পিছপা হননি চিনের প্রেসিডেন্টও। তাইওয়ান প্রসঙ্গ তুলে কড়া বার্তা দেন জিনপিং। চিনা সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তিনি বলেন, স্বাধীন তাইওয়ান নীতিকে সমর্থন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনারাই (আমেরিকা)। এবার তা প্রমাণ করুন। মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে ফের 'ওয়ান চায়না' নীতির কথা মনে করিয়ে দেন জিনপিং।

কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, ফের গড়ে উঠবে অখণ্ড চিন। শান্তি বজায় রাখতেই হবে। তবে সমস্যার সমাধান খোঁজা জরুরি। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, চিনা প্রেসিডেন্টের এই 'স্পষ্ট' কথা খুব একটা ভালো ভাবে নেননি বাইডেন। উল্লেখ্য, এর আগেও জিনপিংকে 'একনায়ক' বলে তোপ দেগেছিলেন বাইডেন। গত জুন মাসে মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের চিন সফরের পর বাইডেন চিনের প্রেসিডেন্টকে একনায়ক বলে কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সেই 'একনায়কে'র সঙ্গেই আবার দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। অবশেষে জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। একাধিক বিষয়ে বৈঠকও হল। কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে সরলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ নভেম্বর ৩০ কার্তিক, ১৪৩০, শুক্রবার

# রাজ্যের নয়, কেন্দ্র বা সেনার হাসপাতালে ময়নাতদন্ত ও তার ভিডিওগ্রাফির দাবি

## আমর্হাস্ট স্ট্রিট-কাণ্ডে আদালতে মৃতের পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় যুবককে ডেকে পাঠানো, তারপর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে বুধবারই কলেজ স্ট্রিট চত্বরে অবরোধ করেছিল মৃতের পরিচিতরা। এবার যুবকের রহস্যমৃত্যুর জল গড়াল আদালতে। পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্ত চায় না মৃতের পরিবাপর। রাজ্য সরকারের অধীনে নয়, এমন কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত, গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি ও থানায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। একই দাবি জানিয়েছে বিজেপিও। তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে অযৌক্তিক জলঘোলা করা হচ্ছে বলে দাবি তৃণমূলের।

পুলিশের দাবি, বুধবার সন্ধেয় অশোক সাউ ওই যুবককে তার কেনা চোরাই মোবাইল ফোন থানায় এসে জমা দিতে বলা হয়েছিল। যুবক এসেওছিলেন। কিন্তু আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ থানায় পুলিশের মারধরে যুবক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ও পরে মৃত্যু হয়েছিল। তবে পুলিশ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গোটা ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেল ৫টা ৪৩ থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট-এর মধ্যেই। কিন্তু তার মধ্যে যাবতীয় রহস্য তৈরি হয়েছে মাত্র এক মিনিটকে কেন্দ্র করে। ওই এক মিনিটই ডিউটি অফিসারের ঘরে অশোক ছিলেন। থানার ভিতর অশোক কখন কী করছেন, তা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে জানা গেলেও, ওই এক মিনিট ঠিক কী হয়েছে, তা জানা যাচ্ছে না। তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, তার কারণ, ডিউটি অফিসারের ঘরে সিসি ক্যামেরা নেই! তারপরেই পুলিশের তরফে দাবি করা হয় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অশোক। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনা ঘিরেই বুধবার সন্ধ্যায় উত্তাল হয় আমর্হাস্ট স্ট্রিট এলাকা। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার। অভিযোগ সেই বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছিল বিজেপি নেতারা। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বুধবার সন্ধেয় বিক্ষোভস্থলে হাজির হন। দাবি করেন, থানার ভিতরে থাকা সিসিটিভি ফুজেট প্রকাশ্যে আনতে হবে। পরিবারকে সেই ফুটেজ দেখাতে হবে। তাঁর কথায়, এই ঘটনায় যেহেতু পুলিশ অভিযুক্ত তাই রাজ্য সরকারি বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা চলবে না। কল্যাণী এইমস বা কমান্ড হাসপাতালে মতো কোনও নিরপেক্ষ স্থানে ময়নাতদন্ত করাতে হবে।

### তদন্তে হোমিসাইড শাখা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা আসা যুবকের রহস্যমৃত্যুর পর এবার ওই ঘটনার তদন্তে থানায় এলেন কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দাদের একটি দল থানায় আসেন। তাঁরা বুধবারের সন্ধের থানার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন ওসি সহ থানার ডিউটি অফিসারদের সঙ্গেও। তবে তদন্তের স্বার্থে এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে এখনই কোনও মন্তব্য করেননি তদন্তকারীরা। মৃতের নাম অশোক কুমার সাউ। তাঁর বাড়ি কলুটোলা লেনে। চোরাই মোবাইল কেনার অভিযোগে ওই যুবককে বুধবার সন্ধেয় থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল।**

গোটা প্রক্রিয়ায় ভিডিওগ্রাফি করানোর দাবিও জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল সিপি (১) মুরলীধর শর্মা জানিয়েছিলেন, থানার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হবে। সেই সময় যাঁরা থানায় ছিলেন তাঁদের বয়ান নেওয়া হবে। এমনকী, ময়নাতদন্তর সময় ভিডিওগ্রাফির দাবিও মেনে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ময়নাতদন্তের অনুরোধ জানাবে বলেও দাবি করেছিলেন পুলিশ কর্তা। এর মাঝেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল মৃতের পরিবার।

এদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর খোঁচা, ত্রাজ্য পুলিশের কাজকর্ম ক্রমশ খুব বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছে। সিপিএম আমলে পুলিশকে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন গোটাটাই পুলিশ করছে। তৃণমূল পার্টি বলে কিছু নেই। পালটা তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের দাবি, কোনও ঘটনা ঘটলে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে। যারা রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে উঠছে না, তারা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। যারা শকুনের রাজনীতি করে, তাঁরা এসব করছে।

# প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দিকেই আঙুল মানিকের আইনজীবীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় এবার নতুন তত্ত্ব সামনে আনলেন মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবী। বৃহস্পতিবার তিনি আদালতে জানান, যদি কোথাও কোনও বেনিয়ম হয়ে থাকে, তার দায় নিতে হবে এবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদগুলিকেই। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে মানিক মামলার শুনানি ছিল। এদিনের এই মামলার শুনানিতেই নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবী এই সওয়াল করতে গিয়ে জানান, নিয়োগের প্যানেল তৈরি করার পর পর্ষদ তা পাঠিয়ে দেয় জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে। তাই যদি কোথাও কোনও অনিয়ম হয়, তবে সেটি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদগুলির মাধ্যমেই হতে পারে। সঙ্গে মানিকের আইনজীবী এও জানান, হয়ত পর্ষদ যে তালিকা দিয়েছিল সেই তালিকা থেকে সকলকে নিয়োগপত্র দেয়নি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। তার বদলে অন্য কাউকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে এদিন সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখা যায় মানিকের আইনজীবীকে। এরই পাশাপাশি তিনি এ সন্দেহও প্রকাশ করেন যে, কেউ তাঁর মক্কেলের নাম করে টাকা নিয়ে থাকতে পারে। আর এখানেই মানিকের আইনজীবীর প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে কি মানিককে দায়ী করা যায় তা নিয়েও।

মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, যদি পর্ষদ থেকে অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে জেলাস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ কীভাবে নিয়োগ করবে? উত্তরে মানিকের আইনজীবী পাল্টা প্রশ্ন, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ যদি কোনও বেআইনি কাজ করে, তার দায় কেন পর্ষদের উপর বর্তাবে?

এদিন এই মামলার শুনানি চলাকালীন মানিক পর্ষদ সভাপতি থাকাকালীন কত নিয়োগ হয়েছে, এবং তার মধ্য কতগুলি নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, সেটাও জানতে চান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। জবাবে মানিকের আইনজীবী বলেন, প্রায় ৪৪ হাজার নিয়োগ হয়েছে মানিকের আমলে। সঙ্গে তিনি আরও জানান, পর্ষদের রিপোর্ট অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ৯৮ জনকে পাওয়া গিয়েছে, যাঁদের নাম পর্ষদের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে পাঠানো হয়নি, কিন্তু তাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েছেন।

এদিকে ইডির তরফ থেকে দাবি করা হয়, মানিক ও তাঁর ছেলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য দিতে অস্বীকার করেছেন। এমনকী চার বার তথ্য চাওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও লাভ হয়নি বলেই দাবি ইডির। আর এই প্রসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন ইডিকে স্মরণ করিয়ে দেন, তদন্ত না এগোলে অনন্তকালের জন্য কাউকে জেলে আটকে রাখা যায় না।

# বাগুইআটিতে মহিলার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নয়া তথ্য পুলিসের হাতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাগুইআটিতে চিকিৎসকের ভাড়া বাড়ি থেকে ড্রামের ভিতরে উদ্ধার হয়েছিল এক মহিলার পচা-গলা দেহ। সেই রহস্যমৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমে এবার বেশ কিছু তথ্য এল পুলিশের হাতে। অ্যাপার্টমেন্টের এই চার তলার ফ্ল্যাট বছর চারেক আগে ভাড়া নেন এক নেপালি দম্পতি। দু'বছর আগে তাঁরা অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বললেও ওই ফ্ল্যাট তাঁরা ছাড়েননি। নিয়মিত ভাড়াও দিচ্ছিলেন। সেই ফ্ল্যাট পরিষ্কার করতে গিয়ে মঙ্গলবার মেলে একটি নীল রঙের ড্রাম। সেই ড্রামের ভিতর থেকেই কঙ্কাল। ড্রাম থেকে মহিলাদের পোশাক ও অলংকার উদ্ধার করা হয়।

এদিকে ফ্ল্যাটের মালিক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে নেপালি দম্পতির ভাড়া নিয়ে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এখনও তিনি কোনও চুক্তিপত্র দেখাতে পারেননি। ফ্ল্যাট মালিক পুলিশকে জানিয়েছেন, তিন মাস আগে ওই নেপালি মহিলা তাঁকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু সেই ফোন নম্বরও তিনি এখনও পুলিশকে দিতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, বাগুইআটির জগৎপুর বাজারের একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার

করা হয় ড্রামবন্দি এক কঙ্কাল। তবে উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল পুরুষ না মহিলার, তা নিয়ে তদন্তকারীদের মনে সন্দেহ ছিলই। উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরই জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল এক মহিলারই। ওই মহিলাকে চার থেকে পাঁচ মাস আগে খুন করা হয়েছে. তদন্তে এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ। এই নয়া তথ্যের উপর ভিত্তিত করেই শুরু হয় পুলিশি তদন্ত।

তবে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের মনে যে প্রশ্নগুলো দানা বেঁধেছে তা হল, এই মহিলার খুনি কে? কেনই বা তাঁকে খুন করা হয়েছে? পাশাপাশি মৃত মহিলার পরিচয় জানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। এদিকে এই ঘটনায় খুন, ষড়যন্ত্রসহ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

তবে কী ভাবে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে বা তাঁর শরীরের কোথায় কোথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। জানা গিয়েছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট পুলিশের হাতে আসবে। তখনওই এই বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হবে। এই সূত্র ধরেই ওই ফ্ল্যাটে থাকা নেপালি দম্পতির খোঁজ শুরু করেছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হওয়া দেহ ওই নেপালি দম্পতির স্ত্রীয়ের না অন্য কোনও মহিলার, তা এখনও জানা যায়নি। ওই দম্পতির অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ এই খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে কি না, তাও যাচাই করে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

# নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি নিয়ে আদালতে চাকরিপ্রার্থীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি দ্রুত শেষ করার আর্জি জানিয়ে ফের একবার আদালতের দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীরা। এদিকে নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলার শুনানি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রয়োজনে

বিশেষ বেঞ্চ গঠন করার কথাও বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করতে হবে। এবার এই পদক্ষেপ দ্রুত করার জন্য বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভি শন বেঞ্চে আর্জি জানানো হয় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের তরফ থেকে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই আর্জিতে সাড়া দিয়ে দ্রুত বেঞ্চ গঠন করা হবে বলে আশ্বাস দেন প্রধান বিচারপতি।

এদিকে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, আজও চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে আছেন। বঞ্চনার অভিযোগ তুলে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। মামলার পর মামলা হলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এই অবস্থায় সম্প্রতি নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ৬ মাসের মধ্যে এই সব মামলার শুনানি শেষ করে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-কেও তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য ২ মাস সময় দেওয়া হয়েছে।

ফলে শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশর পর হাইকোর্টের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এবার তাঁরা চান, যত দ্রুত সম্ভব মামলার নিষ্পত্তি হোক।

সাউথ সিটি মলে ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। ছবি: অদিতি সাহা

# ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মিলতেই মানিকতলায় মেকানিকের মৃত্যুতে খুনের মামলা পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গত বুধবার সকালে মানিকতলায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পেশায় গ্যারেজ মেকানিক অনিল রজককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও পুলিশের হাতে এমন কিছু তথ্য উঠে আসে, যা খুনের দিকেই ইঙ্গিত করছে। বৃহস্পতিবার সেই ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করল মানিকতলা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে অনিল রজকের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ঘটনা চিহ্নিত হয়েছে।

তা ছাড়া, তাঁর পাকস্থলীতে মদ পাওয়া গিয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর করার পরে ঘটনায় অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

মানিকতলার ক্যানাল ইস্ট রোডের বাসিন্দা অনিল রজক, বাগমারি রোডের একটি গ্যারাজে কাজ করতেন। পুলিশ আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পারে, মঙ্গলবার রাতে পেটের যন্ত্রণায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন অনিল। তাঁকে রাতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পথেই যুবকের মৃত্যু হয়। আবার দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন পরিবারের সদস্যেরা। বুধবার সকালে খবর পায় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ স্থানীয় একটি কালীপুজোর মণ্ডপে ভোগ বিতরণকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে সুকুমার দাস এবং শিবা বলে দুই ব্যক্তি অনিলকে মারধর করেছিলেন।

অনিলের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। সুকুমার ও শিবার সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবারের এই ঝামেলার মধ্যে আর কে কে জড়িত আছে তার খোঁজও করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

# গলায় কাঁটা আটকে প্রাণ যাওয়ার জোগাড়! বাঁচাল এসএসকেএম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মাছ খেতে গিয়েই বিপত্তি! ৩ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আটকে গিয়েছিল প্রৌঢ়ার গলায়। ১৬ দিনেই সেই কাঁটা না বের হওয়ায় সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছিল। মারাত্মকভাবে গলা ফুলেছিল। মাথা নাড়াতে পারছিলেন না প্রৌঢ়া। ভেটকি মাছের সেই 'যমকাঁটা' বের করল এসএসএকেএম হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ। চিকিৎসকদের দক্ষতায় এযাত্রা প্রাণে বাঁচলেন ৫৭ বছরের রোকেয়া বিবি।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৯ অক্টোবর। দুপুরে ভেটকি মাছ খেতে গিয়ে তিন ইঞ্চি লম্বা একটি কাঁটা গলায় আটকে যায় বসিরহাটের রোকেয়া বিবির। প্রথম দিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। দিনকয়েক পরে শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। ব্যথা এতটাই মারমুখী হতে থাকে যে মাথা, ঘাড় ঘোরাতেই পারছিলেন না। গত শুক্রবার স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে যান। তিনি এক্স রে করে কাঁটার অবস্থান বুঝে সঙ্গে সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালের ইএনটি বিভাগে পাঠান। শনিবার ইএনটির চিকিৎসকরা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেন ভেটকি মাছের কাঁটা খাদ্যনালি ফুটো করে গলার পেশিতে

আটকে আছে। পুঁজও জমে ছিল। তাই সংক্রমণও স্বাভাবিক। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ব্যথা কমানো হয়। পুঁজ বের করা হয়। মঙ্গলবার ফের লাইভ এক্সরে করে দেখা যায় কাঁটা আটকে আছে। অর্থোপেডিক বিভাগ থেকে সিআর্ম যন্ত্র এনে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার করেন বিভাগীয় প্রধান ডা. দেবাশিস দেববর্মন এবং ডা.অরুণাভ সেনগুপ্ত।

এছাড়াও অস্ত্রোপচার দলে ছিলেন ইএনটি'র সায়ক হাজরা, সৌত্রিক কুমার, সৌরভময় বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তপোজিৎ দাস। এসএসকেএম হাসপাতালের থেকে জানানো হয়েছে, রোগিণী সুস্থ। দু-একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে। খাদ্যনালির আশপাশে অনেক স্নায়ু রয়েছে। যেগুলি সরাসরি মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। রয়েছে ক্যারোটিড ধমনি। একটু এদিক-ওদিক হলেই প্রাণ সংশয় হতে পারত।

# ছটপুজোর রেশ পড়তে চলেছে বেসরকারি বাস পরিবহণে

**শুভাশিস বিশ্বাস**

দুর্গা থেকে কালীর আরাধনা শেষ করল বাঙালি। তারই সঙ্গে এবারের মতো শেষ হল বাঙালির শারদোৎসব। এবার সামনেই ছটপুজো। এই ছটপুজোর জের বেশ ভালোমতোই পড়তে চলেছে বেসরকারি পরিবহণে। কারণ, ছটপুজো বংলাতে খুব বড় আকার না হলেও বিহারে এই ছটপুজোর একটা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। যার তুলনা করা যেতে পারে বাঙালির দুর্গাপুজোর সঙ্গে। ফলে এই ছটপুজো উপলক্ষে নিজের ঘরে ফিরছেন অনেকেই। ফলে রাস্তায় কমছে বেসরকারি বাসের সংখ্যা।

তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে কলকাতায় বেসরকারি পরিবহণের একটা বড় অংশের সঙ্গে জড়িয়ে বিহারের বাসিন্দারা। কারণ, এখন বাসের ড্রাইভার থেকে শুরু করে কন্ডাক্টর বা খালাসির মতো কাজে যুক্ত রয়েছেন বিহার থেকে আসা মানুষদের একটা বিরাট একটা অংশ। ফলে এই ছট পুজো উপলক্ষে তাঁরা ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরায় কমেছে বেসরকারি বাসে কর্মী সংখ্যা। কর্মী না থাকলে যেহেতু বাস চালানো সম্ভব নয় সেইকারণেই তার সঙ্গে

তাল রেখে কমেছে রাস্তায় বাসের সংখ্যাও।

এই ছবিটা যে শুধু যে কলকাতার তা কিন্তু নয়। এই একই ছবি ধরা পড়বে বিভিন্ন জেলার ক্ষেত্রেও। এই প্রসঙ্গে তপনবাবু জানান, কলকাতাবাসীর জন্য সড়ক পথে যোগাযোগে অনেকগুলো যে রাস্তা খোলা রয়েছে। যেমন, এখন আমজনতার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে মেট্রো পরিষেবা। ফলে বাসের সংখ্যা কমে গেলে গন্তব্যে যেতে সবার কাছে আরও একটা রাস্তা খোলা থাকেই। এছাড়াও কম দূরত্ব সহজে অতিক্রম করার জন্য রয়েছে অটো বা টোটো। রয়েছে লোকাল ট্রেনের সুবিধাও। আর সরকারি পরিবহণ তো রয়েছেই। ফলে শহরের মানুষকে কোথাও যেতে হলে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হবে না বলেই মনে করেন তিনি। তবে এই সমস্যা কিন্তু অনেক বেশি জেলার ক্ষেত্রে। জেলাতেও টোটো বা অটোর দাপাদাপি থাকলেও বড় দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য বাসই একমাত্র ভরসা তাদের। এদিকে আবার কলকাতা পরিবহণের লাইফ-লাইন মেট্রো পরিষেবাও তাঁদের কাছে নেই। ফলে বড় দূরত্ব অতিক্রম করার একমাত্র রাস্তা হল রেলপথ। শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে শহরেরই অপর কোনও প্রান্তে যেতে রেলের যে সুবিধা মেলে তা জেলায় সম্ভব নয়। কারণ টার্মিনাল স্টেশন থেকে, ট্রেন বাছাই করে নেওয়ার সুবিধা আছে কলকাতাবাসীর কাছে। যা অন্য কোনও জেলায় সম্ভব নয়। ট্রেনের সময়ের ওপরেই নির্ভর করে থাকে যাত্রার সময়। ফলে বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমায় জেলার মানুষেরা অনেক বেশি সমস্যার সামনে যে পড়তে চলেছেন এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক এও জানান যে, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলতেই পারেন এতো কর্মীকে ছুটি দেওয়া কেন তা নিয়েও। আর এরই রেশ টেনে তপনবাবু এও মনে করিয়ে দেন, দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো এই বেসরকারি কর্মীরাই টানা ডিউটি করেছেন আমজনতার মুখ চেয়ে। পুজোয় কলকাতার রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে মানুষকে বিভিন্ন মণ্ডপে হাসিমুখে পৌঁছে দিয়েছেন এই বেসরাকরি বাসের কর্মীরাই। শুধু তাই নয়, পুজোর কটা দিনে দিন-রাত এক করে বেসরকারি বাস পরিষেবা চালুও রেখেছিলেন তাঁরা। কালীপুজোতেও ছিল প্রায় একই ছবি। কালীপুজো একদিনের হলেও বিভিন্ন রাস্তায় পুজো হওয়ায় ট্র্যাফিক একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে কলকাতার। এমন অবস্থাতেও বেসরকারি বাসের কর্মীরা কিন্তু পিছিয়ে যাননি। আর উত্তর ২৪ পরগনাতে কালীপুজোর ভিড়ে ছিল নজরকড়া। সেখানেও পুজোর দিন বা তার আগে বা পরের দিনগুলোতে হাসিমুখেই পরিষেবা মিলেছে বিভিন্ন বেসরকারি বাসরুটের তরফ থেকে। ফলে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছুটি চাইলে সেটা না দিলে অন্যায় হবে বলেই মনে করছেন তপনবাবু।

## সম্পাদকীয়

# কয়েকবছর নিঃশব্দ দীপাবলি করছে ইরোড জেলার ৭ গ্রাম

'দীপাবলি' কথার অর্থ দীপের সমাহার বা সমষ্টি। প্রদীপ জ্বেলে চতুর্দিক আলোকময় করে তোলাতেই এই উৎসবের সার্থকতা। যে আলোয় শুধু বাহ্য-প্রকৃতির আঁধার দূর হবে না, তা মনেও পৌঁছে যাবে, দূর হবে মনের অন্ধকার;অর্থাৎ দুঃখ বিষাদ বিরহ এবং মালিন্য কালিমাও। তার পরিবর্তে দীপাবলিকে সামনে রেখে মানুষ আতিশয্য ও বৈভব প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই অনুষঙ্গেই প্রবেশ ঘটেছে বারুদ ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিকে প্রস্তুত শব্দবাজির। যেমন তেমন শব্দ সৃষ্টিতে মন ওঠেনি অনেকের, তারা শব্দকে বহুবর্ধিত করার পাল্লা জুড়েছে। মানব দেহে এবং সমগ্র প্রকৃতিতে শব্দবাজির ভয়াবহ প্রভাব নিয়ে নিরন্তর সমীক্ষা ও গবেষণা চলেছে। ওইসঙ্গে দেখানো হয়েছে, বায়ুদূষণের দিকটিকেও। প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট সামনে রেখে পরিবেশ বিজ্ঞানী ও পরিবেশ কর্মীরা আমাদের বারবার সতর্ক করেন। বিষয়টির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অভিযোগগুলি পর্যবেক্ষণের পর দেশের বিভিন্ন আদালত সরকারি প্রশাসনকে বহু নির্দেশ দিয়েছে। তার ভিত্তিতে একাধিক পদক্ষেপও করেছে কোনও কোনও রাজ্য। কিন্তু সব জায়গাকে বাগে আনা যায়নি। তার জন্য রাজনীতির কারবারিদের একাংশের ক্ষুদ্রস্বার্থজ্ঞানই যে দায়ী, তার টাটকা দৃষ্টান্ত রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা কপিল মিশ্র। দেশের রাজধানী শহরের দূষণ পরিস্থিতির যখন চরমতম অবনতি ঘটেছে, যা নিয়ে দেশে-বিদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্বেগ, ঠিক তখনই দিল্লিকে শাবাশি দিয়েছেন বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিশ্র। এক্স হ্যান্ডেলে কপিলের মন্তব্য, 'দিল্লির জন্য আমি গর্বিত। এটাই হল প্রতিবাদ, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের কণ্ঠ।' বাজি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাগুলিকে 'অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক এবং স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ' বলতেও কুণ্ঠিত হননি দিল্লির এই প্রাক্তন বিধায়ক! যারা কালীপুজো ও দেওয়ালিতে রাতভর বাজি পুড়িয়ে, ফাটিয়ে দিল্লির পরিবেশের দফারফা করেছে, কপিল মিশ্র তাদের বাহবা দিতে গিয়ে আরও যোগ করেছেন, 'এমন নির্দেশকে সাহসভরে অবজ্ঞা করেছে দিল্লি!' উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পাশাপাশি ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে বাজি তৈরি, মজুত ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকী, 'সবুজ' বাজিকেও রাখা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায়। আর সেখানেই অনাসৃষ্টি কাণ্ড চলেছে অমিত শাহের পুলিসের সামনে। যে অপদার্থতার জন্য শাসকের লজ্জায় মুখ লুকনোর কথা, সেখানে উল্টে আস্ফালন করলেন শাসক দলেরই এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা! তাঁকে নিন্দার ভাষা নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেছে সচেতন নাগরিক সমাজ। আর এই প্রসঙ্গেই কুণ্ঠাহীন প্রশংসা প্রাপ্য তামিলনাড়ুর ইরোড জেলার সাতটি সচেতন গ্রামের। বছরের পর বছর নিঃশব্দ দীপাবলি উদযাপনের মাধ্যমে তারা দেখিয়ে দিয়েছে আলোয় ফেরার সত্যিকার পথ কোনটি।

## শাশ্বত কথা

# হরিভজ

সব ত্যাগ কর-কেবল শ্রীহরি ভজন কর। অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিতে মন নিত্যযুক্ত রাখিয়া তাঁহার ভজন কর। হরি নাম অমৃত-প্রাণ ভরিয়া পান কর। সর্বদা নিষ্পাপ ও সরল থাকিবে। কম খাইবে, কম কথা বলিবে । ত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সাধুর নিকট কিছু দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না। সদগুরু সব শাস্ত্র নিংড়াইয়া নাম দিয়া থাকেন। এই নামের ভিতর অনন্ত শাস্ত্রমন্ত্র আছে। যথার্থ সদগুরুর কাছে কিছুই লুকান থাকে না। পরের উপকারের জন্য সাধু শরীর ধারণ করেন। সাধুদিগকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না। অনেক ভাগ্যবলে সদগুরু পাওয়া যায়- তাঁহার চরণরজ পাওয়া যায়।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

## জন্মদিন

### আজকের দিন

জেমিনি গণেশন

১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জেমিনি গণেশনের জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট ফুটবলার দুলাল বিশ্বাসের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইউসুফ পাঠানের জন্মদিন।*

# মাতৃ আজ্ঞা পালনে চিরকুমার-ই থাকলেন দেব সেনাপতি কার্তিক

**প্রদীপ মারিক**

পুরাণ কথা অনুসারে, ব্রহ্মার বরে মহাতেজস্বী তারকাসুরকে নিধনের জন্যই পরাক্রমশালী যোদ্ধা কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তারকাসুরকে বধ করা কোন দেবতার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না এবং তার অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় দৈববলে প্রাপ্ত অজেয় শক্তির অধিকারী দেবশিশু কার্তিক তারকাসুর নিধন করেছিলেন এবং এই তারকাসুর নিধন করে দেবকুলে কার্তিক হন দেব সেনাপতি। পুরাণমতে তিনি তরুণ সদৃশ, সুকুমার, শক্তিধর এবং সর্ব সৈন্যের পুরোভাগে অবস্থান করেন। কার্তিক একাধিক নামে সম্বোধিত হয়ে থাকেন। কৃত্তিকাসুত, আম্বিকেয়, নমুচি, শিখিধ্বজ, অগ্নিজ, বাহুলেয়, ক্রৌঞ্চারতি, শরজ, তারকারি, শক্তিপাণি, বিশাখ, ষড়ানন, গুহ, যান্মাতুর, কুমার, সৌরসেন, দেবসেনাপতি গৌরী সুত ইত্যাদি। এছাড়াও কার্তিকের আরও অনেক নাম আছে সেই গুলি হল পাবকি, মহাসেন, ষন্মুখ, কুমার, কুমারেশ, গাঙ্গেয়, বিশাখ, মহাসেন, কুক্কুটধ্বজ, নৈগমেয়। কথিত আছে কার্তিক ঠাকুরের কৃপা পেলে পুত্রলাভ এবং ধনলাভ হয়। কার্তিক হলেন যুদ্ধদেবতা, ইনি বৈদিক দেবতা নন ইনি পৌরাণিক দেবতা। প্রাচীন ভারতে সর্বত্র কার্তিক পুজো প্রচলিত ছিল। পুরাণ অনুসারে হলুদবর্ণের কার্তিকের ছয়টি মস্তক, তাই তার অপর নাম 'ষড়ানন'। যুদ্ধের দেবতা বলে তিনি লক্ষ্য অবিচল। পাঁচটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিভ আর ত্বক ছাড়াও একাগ্র মন দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। তার হাতে থাকে 'বর্শা-তীর-ধনুক'। আবার কারও মতে মানব জীবনের ষড়রিপু 'কাম' বা কামনা, 'ক্রোধ' বা রাগ, 'লোভ' বা লালসা, 'মদ' বা অহং, 'মোহ' বা আবেগ, 'মাৎসর্য্য' বা ঈর্ষা'কে সংবরণ করে দেব সেনাপতি কার্তিক যুদ্ধক্ষেত্রে সদা সজাগ থাকেন। এই 'ষড়রিপু' মানুষের জীবনের অগ্রগতির বাধা তাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলেও কার্তিকের মতো সজাগ, সচেতন থাকতে হবে। কার্তিক বৈদিক দেবতা নন, কার্তিক হলেন পৌরাণিক দেবতা। কার্তিক ঠাকুর উত্তর ভারতের চেয়ে অধিক জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতে। তামিল ভাষীদের কাছে কার্তিকের রূপ হল 'মুরুগন'। বাংলাতেও কার্তিক পুজো বেশ জনপ্রিয়। কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবটি শুরু হয় 'প্রবোধিনী একাদশীর' দিন থেকে, যেটি শুক্লপক্ষের একাদশী এবং পূর্ণিমা কার্তিক মাসের পঞ্চদশ দিন। তবে এখনও কিন্তু সৌম্যদর্শন যে কোনও পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয় কার্তিক ঠাকুরের। কার্তিক মানেই বীরত্বের প্রতীক। প্রচলিত লোককথা থেকে পাওয়া যায়, একদিন দানবদের পরাজিত করে কার্তিক বাড়ি ফিরছিলেন, তখন এক রূপবতী দেবকন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়, সেই দেবকন্যার নাম ঊষা। কার্তিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ঊষাও কার্তিকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাশের কাছাকাছি পৌঁছান কার্তিক কিন্তু আচমকাই তার মনে হয়, বাড়িতে বউ নিয়ে যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তাই ঊষাকে ধানখেতে দাঁড় করিয়ে রেখে তড়িঘড়ি মা দুর্গার কাছে যান কার্তিক। কথা বলে মায়ের থেকে অনুমতিও নেন। কিন্তু সেই অনুমতি মা কতটা মন থেকে দিলেন এই নিয়ে খানিক ধন্দে ছিলেন কার্তিক। মনে উথালপাথাল হলেও, তড়িঘড়ি বর সেজে ধানখেতের দিকে রওনা দেন তিনি। কিন্তু আচমকাই মনে পড়ে মাকে প্রণাম করা হয়নি, আবারও বাড়ি ফিরে যান কার্তিক। গোটা বাড়িতে মাকে খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে যান।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে রান্নাঘরে পৌঁছান কার্তিক। এরপরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান দেখেন, মা দুর্গা রান্না ঘরে ঢুকে তড়িঘড়ি করে খাবার খাচ্ছেন। কার্তিক প্রশ্ন করেন, মা এমন ভাবে খাচ্ছ কেন? মা বলেন পুত্রবধূ যদি বাড়িতে এসে তাকে খেতে না দেয় এই আশঙ্কায় তিনি খাওয়া দাওয়া শুরু করেছেন। মায়ের কথা শুনে দুঃখ পান কার্তিক। ঠিক করেন, এভাবে ঊষাকে বিয়ে করবেন না। এদিকে, তখনও ধানখেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঊষা, দেবসেনা কার্তিক আর ফিরলেন না। অবশেষে তিনি জানতে পারেন কার্তিকের প্রতিজ্ঞার কথা। প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত বদল করেন ঊষাও। লজ্জায় ধানখেতেই লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন ঊষা। কার্তিক মাসে আমন ধানের শিষ বেরোয়, ওই ধানের শিষই নাকি ঊষা যে কারণে কার্তিক পুজোয় ব্যবহার করা হয় নতুন ধানের শিষ। কার্তিকের বাহন ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখিও। অসাধারণ কর্মতৎপর এই পাখি খুবই সুন্দর। সৈনিক পুরুষের নানা গুণ ময়ূরকে বাহন করতে সাহায্য করেছে। ময়ূর খুব সামান্যই নিদ্রা যায়, সর্বদা সতর্ক থাকে, সে আলস্যহীন, ময়ূরের স্বজনপ্রীতি লক্ষণীয়। সৈনিক পুরুষ ময়ূরের মতো অনলস, কর্মকুশল আর লোকপ্রিয় হবেন। আর এই ধারণা থেকেই ময়ূর বাহন কার্তিকের। কার্তিক পুজোর দিন কাটোয়ায় এক বড়সড় শোভাযাত্রা বেরোয়। সব পুজো-মণ্ডপের দলবল তাদের ঠাকুর নিয়ে বেরোয় শোভাযাত্রায়। চলে লড়াই কার ঠাকুর আগে যাবে। এ যুদ্ধ রীতিমতো লাঠিসোটা, এমনকী তরবারি নিয়েও চলে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরবাজার গ্রামে বিগত ১৬৬ বছর ধরে কার্তিক পুজো চলে আসছে।

এই পুজোর বিশেষত্ব হল তিনটি কার্তিক- বড় কার্তিক, মেজো কার্তিক, ছোটো কার্তিক। বর্ধমানে পালদের জমিদারি খুব বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে, জমিদার জয়নারায়ণ পাল, শ্যাম পাল ও লক্ষ্মীনারায়ণ পাল নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৫৩ সালের দিকে একদিন রাত্রে স্বপ্নে জয়নারায়ণ পাল আদেশ পান তাদের তিন ভাই কার্তিক পুজো করলে তাদের সন্তান হবে। তাই তারা তিন ভাই মিলে ঘটা করে কার্ত্তিক মন্দির তৈরি করে একসাথে তিন কার্তিকের পূজা করতে লাগলেন। তারপরে ১৮৫৭ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ পালের ধ্বজাধারী পাল নামে এক পুত্র সন্তান হয়। বাকি দুই ভাইয়ের একটি করে কন্যা সন্তান লাভ হয়। সেই থেকে এখানে পালদের বংশধরেরা আজও পুজো করে আসছেন। কার্তিক পুজো চার প্রহরের পুজো হয়। পুজো শেষে ব্রতকথা শোনার পর ভোরবেলায় কার্তিক ঠাকুরের বিসর্জন হয়।

তবে কার্তিক প্রতিমা জলে বিসর্জনের রীতি নেই বলে মানুষের বিশ্বাস। দেবতাদের প্রাচুর্য বৈভবের মধ্যে থেকেও নিভৃতে মাতৃ আজ্ঞা পালন করে চলেছেন দেব সেনাপতি কার্তিক।

## ডাকবাক্স

# ৩০ ফুটের বৃহত্তম জগদ্ধাত্রী তাজপুর গ্রামের চমক

*সম্পাদক সমীপেষু,*

হাওড়ার বৃহত্তম ৩০ ফুট উচ্চতার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে এখন সরগরম আমতার তাজপুর গ্রাম। এখানে ষষ্ঠী থেকেই শুরু দেবী বরণ, বিসর্জন পর্যন্ত নানা দিনে থাকে নানা চমক। এসবের টানেই তাজপুর, নারিট, সিরোল, সারদা, কুশবেড়িয়া, নওপাড়া, মহিষামুড়ি, গাজিপুর, ফতেপুর সহ ৮-১০টি গ্রামের দর্শনার্থীদের মিলনমেলা 'নেহেরু স্মৃতি সংঘ' প্রাঙ্গণে।

ইতিহাস খ্যাত 'তাজপুর এমএন রায় ইনস্টিটিউডশান' এর কোল ঘেঁষে 'তাজপুর নেহেরু স্মৃতি সংঘ'। নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে এরা প্রথম থেকেই শুরু করেন বিদ্যাদেবীর আরাধনা।আজ থেকে ৪৩ বছর আগে সংঘের অন্যতম তপন পাল প্রস্তাব রাখেন,পুজো বড় চাই। আরও বড় পুজো। সেখানে থাকবে চমক। প্রস্তাবে সায় দেয় সংঘের অরুণ সামন্ত, শ্যামল কাঁড়ার, অসীম মন্ডল, সনৎ চক্রবর্তী, সলিল সারিকেত, বাবলু দাস (প্রয়াত), অশোক পাল (প্রয়াত) প্রমুখ সদস্য।ভাবার সাথেই তারা ছুটে যায় জগদ্ধাত্রী খ্যাত চন্দননগরের মানকুন্ডু। এখানে বড় বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দেখে মুগ্ধ হয় তারা। ভাবনার সাথেই কাজ। গ্রামে ফিরে শুরু করেন বৃহত্তম জগদ্ধাত্রী দেবীর আরাধনা।প্রথম বছর থেকেই দেবীর উচ্চতা ৩০ ফুট। সেই রীতি আজও বহমান।

রীতি মেনে ষষ্ঠী থেকেই শুরু হয়ে জগদ্ধাত্রী দেবীর বরণ। সপ্তমী অষ্টমীর নৈবেদ্য থাকে অন্ন, খিচুড়ি, পায়েস,লুচি সহ পাঁচ তরকারির ভোগ। নবমীতে খিচুড়ি, পায়েস, তরকারি, চাটনি ও বোঁদে দিয়ে বৃহত্তম অন্নকূট।

প্রায় ৬-৮ হাজার ভক্ত মন্ডলী অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করেন। অন্নকূট রান্নার জন্য আছে দুটি বড় বড় লোহার কড়া বা কড়াই।এক একটি কড়ার একসাথে ২৫০ কেজি চাল-ডাল ফোঁটানো যায়। এই ধরনের বড় বড় লোহার কড়া দেখা যায় কানসোনা ভীম বাবাজীর মঠে।

সংঘ সংলগ্ন জগদ্ধাত্রী মন্দির। এই মন্দিরেই হয় দেবী বরণ। প্রতিমা তৈরির জন্য আছে চাকা দেওয়া লোহার চাকা।তার ওপর তৈরি হয় ৩০ ফুটের জগদ্ধাত্রী। চৈত্র বৈশাখ মাস থেকেই শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। শোলার সাজ দিয়ে সাজানো হয় দেবীকে। দেবীর রুপোর হার, রুপোর মুকুট। দেবীর গলায় পরানো হয় ৫০ কেজি ওজনের রজনীগন্ধা ফুলের মালা। বিসর্জনে দেবী বরণের জন্য আছে ২০ ফুটের হ্যান্ডেল দেওয়া লোহার মই। মই এর মাঝে ও ওপরে আছে লোহার শক্ত শিটের প্লাটফর্ম। বির্সজনে আনতে হয় ক্রেন। মন্দির থেকে ফুলেশ্বর তলা হয়ে দেবীকে নিয়ে আসা হয় তাজপুর রথতলায়। এখানকার 'সার পুকুর' নামে খ্যাত পুকুরে ক্রেনের সাহায্য হয় দেবী বির্সজন। বিসর্জনে থাকে ঢাক ঢোল সহ নানা বাজনা।

*দীপংকর মান্না*
*চাকপোতা, আমতা, হাওড়া*

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভিঙ্গোল গ্রামে আয়োজিত চটুল নাচের আসর, ভাইরাল ভিডিও, বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** দীপাবলি উপলক্ষ্যে হরিশ্চন্দ্রপুরে রাতভর চলল মঞ্চের মধ্যে চটুল নাচের আসর। তার সঙ্গে জুয়ার ঠেক চলার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতের এই ঘটনার পর চটুল নাচের আসরের বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। আর এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিঙ্গোল গ্রামে কালীপুজো উপলক্ষ্যে একটি মেলাকে কেন্দ্র করেই এই চটুল নাচের আসর বসে বলে অভিযোগ। স্থানীয়



তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে এইসব বেআইনি আসর চলার অনুমতি দিচ্ছে। পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গোল গ্রামে প্রতি বছর কালীপুজো উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। সেই মেলাতেই সারারাত চলল চটুল নাচের আসর। হিন্দি গানে মঞ্চের মধ্যে এক স্বল্পবসনা নর্তকীর উদ্দাম নৃত্যের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এর সঙ্গে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চলার অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ্যে চলল জুয়ার আসর। এদিকে এই চটুল নাচের আসর নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের বিদায়ী সদস্য বুলবুল খান বলেন, এই ধরনের অপসংস্কৃতির পিছনে কংগ্রেসের একাংশ যুক্ত রয়েছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেসের দখলে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের একাংশের মদতেই এই ধরনের বেআইনি কাজকর্ম চলছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশকেও এব্যাপারে জানানো হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেস দলের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম জানিয়েছেন, এই ঘটনার পিছনে কোনওরকম সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যুক্ত নেই। যারা এই অভিযোগ করছে, আমাদের ধারণা তাদের মদতেই এই ধরনের কাজকর্ম এলাকায় হচ্ছে। পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করলেই পুরো বিষয়টি সামনেই বেরিয়ে আসবে।

# বন্ধন এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবতীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর:** বন্ধন এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবতীর। রেললাইন পারাপারের সময় কলকাতা-খুলনাগামী বন্ধন এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবতীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবতীর নাম শর্মিলা পরমানিক (২৭)। বাড়ি চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া এলাকায়। বন্ধন এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়া সময় আনুমানিক সকাল ৮৩০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ঠাকুরনগর স্টেশনে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ওই যুবতী একটি প্যাথলজি ল্যাবে রক্ত সংগ্রহের কাজ করে। ট্রেন থেকে নেমে রেল লাইন পার হয়ে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ওই যুবতী। কানে হেডফোন ছিল বলে ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পাইনি এমনটাই অনুমান। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে তার। মৃত যুবতীর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনগাঁ জিআরপি পুলিশ।

# দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় মারধরের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ:** ফের চাঁদার জুলুম রায়গঞ্জে। এবারে এক মহিলা সহ দুই জনকে মারধরের অভিযোগ স্থানীয় এক ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে। আহত ওই মহিলা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব নেতাজিপল্লি এলাকায়। অভিযোগের তীর স্থানীয় বিপিএস ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রায়গঞ্জ শহরের হাইরোড কালীতলার বাসিন্দা ফুলমনি সাহানী ও তার স্বামী নরেশ সাহানী স্থানীয় বিপিএস ক্লাব প্রাঙ্গণে কালীপুজো উপলক্ষ্যে এগরোল-চাউমিনের (ফাস্টফুড) দোকান দেয়। তাদের অভিযোগ, প্রথমে তারা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দাবিমতো এক হাজার টাকা চাঁদা দেয়। কিন্তু বুধবার রাতে হঠাৎই ওই ক্লাব সদস্য বিশু সরকার সহ বেশ কয়েকজন মদ্যপ অবস্থায় তাদের দোকানে এসে আরও একহাজার টাকা দাবি করে। তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় তারা দোকানে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। ফুলমনি সাহানী ও তার স্বামী নরেশ সাহানী সহ তাদের ছেলে অবিনাশ কুমার সাহানীকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। পরবর্তীকালে আহতকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আহত ওই পরিবার।

যদিও চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় পুরসভার কো-অর্ডিনেটর তথা ওই ক্লাবের সভাপতি রতন মজুমদার। তিনি বলেন, এগরোল খাওয়া নিয়ে বচসার জেরে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে এবং ধাক্কাধাক্কিতে ওই মহিলার চোট লেগেছে। আমি খুব দুঃখিত। আমি নিজে গিয়ে ওই পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি এবং ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদেরও তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি। বিষয়টা আমরা এক জায়গায় বসে মিটিয়ে নেব।

# অনুমতি না মেলায় কোতুলপুরে শুভেন্দুর কর্মসূচি বাতিল বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ফের প্রশাসনিক অনুমতি না মেলায় বাঁকুড়ার কোতুলপুরে শুভেন্দু অধিকারীর আগামিকালের কর্মসূচি বাতিল করল বিজেপি। এর আগে গত ১ নভেম্বর দলের বিজয়া সম্মেলন কর্মসূচিতে যোগ দিতে কোতুলপুরে এসেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি না মেলায় সভাস্থলে যাননি বিরোধী দলনেতা। সেদিনই তিনি আগামী ১৭ নভেম্বর কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে এবারও প্রশাসনিক অনুমতি না মেলায় একদিন আগেই কর্মসূচি বাতিল বলে ঘোষণা করল বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, বিরোধী দলের কর্মসূচি আটকাতে শাসকদলের নির্দেশে এভাবে অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ প্রশাসন। আগামী দিনে আদালতের অনুমতি নিয়ে এই কর্মসূচি করার হুঁশিয়ারিও এদিন দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

গত ১ নভেম্বর বাঁকুড়ার কোতুলপুরে মোহিনী মোহন ময়দানে বিজয়া সম্মেলনের ডাক দেয় বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। ওই সম্মেলনে হাজির থাকার



কথা ছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। সম্মেলনের জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও অনুমতি না মেলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। একেবারে শেষ মুহূর্তে সম্মেলন শুরু হওয়ার পর হাইকোর্টের তরফেও অনুমতি না মেলায় সম্মেলনের মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয় বিজেপি নেতৃত্ব।

শুভেন্দু অধিকারী ওই দিন সম্মেলনে যোগ দিতে কোতুলপুরে এলেও হাইকোর্ট অনুমতি না দেওয়ায় আর তিনি সম্মেলন স্থলে যাননি। কোতুলপুর বাজারে দলীয় কর্মীদের নিয়ে পদযাত্রা করে ঘোষণা করেন, আগামী ১৭ নভেম্বর তিনি কোতুলপুরে কর্মসূচি করবেন। বিরোধী দলনেতার ঘোষণা মোতাবেক ১৭ নভেম্বরের কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে গত ৩ নভেম্বর কোতুলপুর থানায় আবেদন জানায় বিজেপি। প্রশাসনিক ভাবে অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত ঝুলে ছিল।

এদিন বিকেলেও বিজেপি নেতৃত্ব অনুমতি সংগ্রহ করতে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে যায়। কিন্তু সেখান থেকে এদিন অনুমতি না মেলায় আগামিকালের কর্মসূচি বাতিল বলে ঘোষণা করে বিজেপি নেতৃত্ব।

# বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ১

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল রতুয়া থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে রতুয়া থানা দুর্গাটোলা এলাকা থেকেই ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম বিক্কি ভকত। তার বাড়ি সামসী এলাকায়। এদিন রাতে দুর্গাটোলা স্ট্যান্ডের কাছে সন্দেহজনক অবস্থায় ওই যুবক ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই পুলিশ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে দুর্গাটোলা এলাকায় ওই যুবককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তারপরেই অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি পাইপ গান উদ্ধার হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# ভাইফোঁটা থেকে ফিরেই মাথায় হাত দম্পতির, হল চুরি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া:** ভাইফোঁটা থেকে ফিরেই কার্যত মাথায় হাত দম্পতির। বর্ধমানে গিয়েছিলেন হুগলির মতিবাগানের বাসিন্দা পাল দম্পতি। বুধবার ফিরে এসে তাঁরা দেখেন ঘরের বাইরে তালা লাগানো আছে, ঠিক যেমনটা তাঁরা লাগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দরজা খুলেই চমকে যান। দেখেন ঘরের ভিতরে পুরো তছনছ অবস্থা। ভাঙা হয়েছে ভিতরের দরজার তালা, ভাঙা হয়েছে আলমারি। নগদ টাকা থেকে গয়না, কিছুই পড়ে নেই ভিতরে। এমন ঘটনায় হতবাক ওই দম্পতি। কীভাবে ওই চুরি হল বুঝতে পারছেন না তাঁরা। অধ্যাপক উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দোতলায় থাকেন পাল দম্পতি। সেই পরিবার ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বর্ধমান গিয়েছিল দু'দিন আগে। বুধবার রাতে তাঁরা বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা, কলাপসিবল গেট, আলমারির একাধিক তালা ভাঙা। ঘরে সব কিছু ছড়ানো রয়েছে। নগদ ও গয়না চুরি হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। ঘটনার খবর পেয়ে চুঁচুড়া থানার পুলিশ পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। এলাকার সিসিটিভি দেখে খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় কাউন্সিলর তথা হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়ও খবর পেয়ে ওই বাড়িতে যান। তিনি বলেন, তমতিবাগানে এই ধরনের চুরির ঘটনা ইদানিংকালে ঘটেনি। সম্ভবত বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চুরি হয়েছে। তালা ভাঙলেও কোনও শব্দ পাননি প্রতিবেশীরা।


## SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি - sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি**

[ রুল ৯(১) -এর সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর [রুল ৯(১) -এর সহিত পঠিত রুল ৮(৬)] বন্দোবস্ত -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৫.১২.২০২৩**

সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

**সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২৮.১১.২০২৩**

মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট https//www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রান্সফার/জমা করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে প্রত্যেককে।আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জিএসটি যখন প্রযোজ্য হবে ক্রেতার দ্বারা পরিশোধ করা হবে।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি/ হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত প্রতিশ্রুত/ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার দখল **সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে ০৫.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

**ক্র. নং ০১** [রুল ৯(১) -এর সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২৭.১০.২০১৪ অনুযায়ী **৩,৯৪,৫০,০০০.০০ টাকা** + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স ধরিত্রি সিডস এন্ড ফার্ম, অংশীদার এবং জামিনদার** – (১) সেখ কুতুবউদ্দিন আলী, (২) আলাউদ্দিন সাবির, (৩) শ্রী মলয় কুমার কোলে, (৪) শ্রী বাসুদেব সেনগুপ্ত, (৫) শ্রী অমিতাভ জানা, (৬) উমা কান্ত মান্না -এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য হবে:

**সম্পত্তি নং - ১) ২০,৭৩,০০০.০০ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ২,০৭,৩০০.০০ টাকা**

বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১,০০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)

**সম্পত্তি নং ১**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : ঠেকুয়াচক, জেএল নং -১৩, খতিয়ান নং -৩২ এবং ৩৩, প্লট নং (এলআর) ২৯৯, ৩১১, ৩১২, থানা- নন্দ কুমার, এরিয়া-৭.৭৫ একর, সম্পত্তি অমিতাভ জানার নামে, উল্লেখ্য নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮৯, পৃষ্ঠা ১ থেকে ৮, উল্লেখ্য দলিল নং আই-৩১১২/১৯৯৯।

**সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীন**

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন www.sbi.co.in, এমএসটিসি ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

তারিখ: ১৭.১১.২০২৩ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বর্ধমান এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

## SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি - sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

**স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি**

[ রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) -এর সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর [রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) -এর সহিত পঠিত রুল ৮(৬)] বন্দোবস্ত -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৫.১২.২০২৩**

সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

**সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২৮.১১.২০২৩, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত**

মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট https//www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রান্সফার/জমা করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে প্রত্যেককে।আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জিএসটি যখন প্রযোজ্য হবে ক্রেতার দ্বারা পরিশোধ করা হবে।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি/ হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত প্রতিশ্রুত/ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার দখল **সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে ০৫.১২.২০২৩ **তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত** বিক্রয় করা হবে।

**ক্র. নং ০১** [রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) -এর সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী **৯,৯৫,১১,২১২.০৩ টাকা** + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট, ডিরেক্টর এবং জামিনদার: শ্রী অলোকে কুমার মিত্র, শ্রী অসীম কুমার মিত্র, কর্পোরেট জামিনদার: শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য হবে :

**সম্পত্তি নং - ১: ২,৪৮,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ২৪,৮০,০০০.০০ টাকা**

বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১,০০,০০০.০০ টাকা

**সম্পত্তি নং - ২: ১০,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,০০,০০০.০০ টাকা**

বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ২০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)

**সম্পত্তি নং ১ :** থানা বিষ্ণুপুর, আপ্পার আমদাহারা মৌজায় অবস্থিত কোল্ড স্টোরেজ ভবন তৎসহ ৩.৪৬ একর জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ১৪৬ সি.এস/আর.এস. খতিয়ান নং ২৯ ও ৩০, আরএস প্লট নং ২৩৫, ২৩৬, এল.আর প্লট নং ১৭২, ১৭৩(পি), দলিল নং ১৯৮৮ সালের আই-১,২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৮। সম্পত্তিটি **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে রয়েছে।

**সম্পত্তি নং ২ :** স্ক্যাপে **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের** প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।

**সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীন**

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন www.sbi.co.in, এমএসটিসি ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

তারিখ: ১৭.১১.২০২৩ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বর্ধমান এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান


## ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710

রেজি অফিস: "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ**

(₹ লাখে)

| ক্র. নং. | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ৩,৮৩৬ | ৩,৯৫৫ | ২,৯৯৭ | ৭,৭৯১ | ৫,৯৯৬ | ১২,৯৯৬ |
| ২ | নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পূর্ব) | (৫৯১) | ১৮৪ | ১৬০ | (৪০৭) | ১৮৫ | ৩১২ |
| ৩ | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী) | (৫৯১) | ১৮৪ | ১৬০ | (৪০৭) | ১৮৫ | ৩১২ |
| ৪ | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী) | (৫৮৩) | ১৯৩ | ১৯৪ | (৩৯০) | ২৩৫ | ২৮৪ |
| ৫ | সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)] | (৫৮২) | ১৯৩ | ১৯৯ | (৩৮৯) | ২৪৪ | ২৮৫ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ |
| ৭ | অন্যান্য ইক্যুইটি (নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদ দিয়ে) | - | - | - | - | - | ১,৫৫৩ |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ₹ ১০/- মূল্যে) (বার্ষিকীকরণ হয়নি) মৌলিক এবং মিশ্রিত (₹) | (২৬.৯৭) | ৮.৯৪ | ৮.৯৮ | (১৮.০৪) | ১০.৮৭ | ১৩.০৯ |

**দ্রষ্টব্য:**

১ হোল্ডিং কোম্পানি এবং এর সহায়ক প্রতিষ্ঠানের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের উপরোক্ত সমন্বিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় এবং তারপরে হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ১৬ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের মুলতবি সভায় অনুমোদিত হয়।

২ হোল্ডিং কোম্পানি ১৬ মে, ২০২৩ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের অতিরিক্ত ব্যবসায়িক অঞ্চল পেয়েছে এবং দুর্গাপুরে একটি শাখা অফিস চালু করেছে। উপরের ফলাফলগুলিতে উল্লিখিত নতুন ব্যবসায়িক অঞ্চলের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের মধ্যে একটি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ক্ষতির পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে কোম্পানির ৫২৭ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

৪ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট উপরেরটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটসমূহ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.obl.org.in** -এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
**ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য**
**স্বা/-**
**এন. কে. পোদ্দার**
**চেয়ারম্যান**
**DIN: 00304291**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.১১.২০২৩

## সংশোধনী

১৬.১১.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে ত্রৈমাসিক সমাপ্ত তৃতীয় কলমে ৩০.০৬.২০২২ -এর পরিবর্তে ৩০.০৯.২০২২ পড়িতে হইবে।

## সংশোধনী

উল্লেখ্য জয়শ্রী নির্মাণ লি. এর ৩০.০৯.২৩ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের ১৫-১১-২৩ তারিখে সংস্করণে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে শেয়ার পিছু আয় (মূল এবং মিশ্র) পড়তে হবে ৫.৭৪ (টাকা)


## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন যেগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় **০৫.১২.২০২৩ বেলা ১১টা**। বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৩৬, তারিখ ঃ ১৫.১১.২০২৩। কাজের নামঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ২ বছর সময়কালের জন্য পিটিটি সমেত হাতে ধরা ৫ডব্লু ভিএইচএফ (ওয়াকি-টকি) সেট, ২৫ ওয়াট বেস স্টেশন ভিএইচএফ সেট-এর বার্ষিক মেরামতি ও বাতিল চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৬৪,১০০.৮০ টাকা।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন যেগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় **০৭.১২.২০২৩ বেলা ১১টা**। বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৩৭, তারিখ ঃ ১৫.১১.২০২৩। কাজের নামঃ** আদ্রা ডিভিসনের ৪টি ব্লক শাখায় (এমএইচকিউ-জেএনএন, আরজেবি-টিকেএক্স এস/আর, আরজেবি-টিকেএক্স এন/আর, বিকেএসসি, এ/সিসি/সি) জিআরবি, এসএনটিডি, এসডিএমডি, আরইউআই ও এমএইচকিউ ইয়ার্ডে পয়েন্ট নম্বর ২৭এ ও ২৭বি-এ ক্রস-ওভার দৈর্ঘ্যের সংশোধনের সঙ্গে সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ এবং ইউএফএসবিআই ব্যবহার করে সিঙ্গল লাইন ব্লক প্যানেল বিপিএসি দ্বারা টিএলবিআই-এর বদল। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬০,৬১,৫৩৪.১১ টাকা।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন যেগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় **২৭.১১.২০২৩ বেলা ১১টা**। বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৩৫, তারিখ ঃ ১৫.১১.২০২৩। কাজের নামঃ** আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার প্রক্রিয়ার দ্বারা এমএইচকিউ-কেএনএফ শাখার মধ্যে প্রহরীযুক্ত এলসি গেট বিজি-২৬ ও টিএলই-এমএইচকিউ শাখার মধ্যে বিজি-২০ অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণের জন্য জায়গা খালি করার সাথে সম্পর্কিত সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬০,০৫,০২২.১৪ টাকা। (PR-824)

## SBI এসএমই শাখা, নিউ আলিপুর (১২৩০৫)

৬৩, নলিনী রঞ্জন এভিনিউ, ব্লক -জি
নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, প.ব.।

**শাখা প্রেমিসেস স্থানান্তর**

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের এসএমই নিউ আলিপুর শাখা (ব্রাঞ্চ কোড : ১২৩০৫) আরও সুবিধাজনক এবং অধিক জায়গা বিশিষ্ট স্থানে ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। নতুন ঠিকানা ২৪/১/১, আলিপুর রোড (২য় তল), কলকাতা, পিন কোড-৭০০০২৭।

আমাদের ফোন নম্বর : ৯৬৭৪৭১২৭২০।

তারিখ : ১৭.১১.২০২৩ চিফ ম্যানেজার

## ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক দপ্তর - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা-হুগলী - ৭১২১০৩,
ফোন নং (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল: zochinsurah@indianbank.co.in

**দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে: এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

| অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম | দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) | সম্পত্তির বিবরণ |
|---|---|---|---|
| **অ্যাকাউন্ট: ভিকি চৌধুরি এবং অশোক চৌধুরি** **ঋণগ্রহীতা: শ্রী ভিকি চৌধুরি** পিতা- শ্রী অশোক চৌধুরি, ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তল, প্রেমিসেস নং ৩/২৫৪/৩, ডা. বি.সি. রায় সরণি (থার্ড লেন), ওয়ার্ড নং ১৬, পোঃঅঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পঃবঃ, ৭১২২৫০ **শাখা: কোন্নগর** | ১৩.০৪.২০২৩ এবং ১৬.১১.২০২৩ | **১৪২৭৩৪০.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র)** ১৩.০৪.২০২৩ অনুযায়ী, এবং ১৪.০৪.২০২৩ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে, তার উপর চার্জ এবং খরচ। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া ৬০১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৮.২৩ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তলে, অবস্থিত মৌজা - রিষড়া, সিএস দাগ নং ১৭৩৪ (অংশ), ১৭৩৫(অংশ), ১৭৩৬(অংশ) সিএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, আরএস দাগ নং ৮০৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১১৫০, এলআর দাগ নং ১২৫৯৫, এলআর খতিয়ান নং পূর্বের ৫৫৬৭, বর্তমানে ১৮৫২২, ১৮৫২৩, ১৮৫২৪, ১৮৫২৫ এবং ১৮৫৩৬, হোল্ডিং নং ৩/২৫৪/৩, ,ডা. বি সি রায় সরণি (থার্ড লেন) রিষড়া পুরসভা অধীন, পো -মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া, জেলা-হুগলি, পব রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৬০৫০২৫৬২ - ২০১৯ সালের, তারিখ ১৬.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫- ২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৩৬৭ থেকে ৭৬৪৩৮, এডিএসআর শ্রীরামপুর অনুযায়ী ভিকি চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরীর নামে সম্পত্তি। |

তারিখ : ১৬.১১.২০২৩ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : ব্যান্ডেল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

## ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : চুঁচুড়া,**
**সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা হুগলী - ৭১২১০৩**

পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]

**স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি**

**২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস -এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **০৭.১২.২০২৩ তারিখে** বিক্রি হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

| ক্র নং. | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) শ্রী ভিকি চৌধুরি (ঋণগ্রহীতা), পিতা- শ্রী অশোক চৌধুরি, ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তল, প্রেমিসেস নং ৩/২৫৪/৩, ডা. বি.সি. রায় সরণি (থার্ড লেন), ওয়ার্ড নং ১৬, পোঃঅঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পঃবঃ, ৭১২২৫০ খ) শাখা: কোন্নগর | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া ৬০১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৮.২৩ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তলে, অবস্থিত মৌজা - রিষড়া, সিএস দাগ নং ১৭৩৪ (অংশ), ১৭৩৫(অংশ), ১৭৩৬(অংশ) সিএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, আরএস দাগ নং ৮০৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১১৫০, এলআর দাগ নং ১২৫৯৫, এলআর খতিয়ান নং পূর্বের ৫৫৬৭, বর্তমানে ১৮৫২২, ১৮৫২৩, ১৮৫২৪, ১৮৫২৫ এবং ১৮৫৩৬, হোল্ডিং নং ৩/২৫৪/৩, ,ডা. বি সি রায় সরণি (থার্ড লেন) রিষড়া পুরসভা অধীন, পো -মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া, জেলা-হুগলি, পব রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৬০৫০২৫৬২ - ২০১৯ সালের, তারিখ ১৬.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫- ২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৩৬৭ থেকে ৭৬৪৩৮, এডিএসআর শ্রীরামপুর অনুযায়ী ভিকি চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরীর নামে সম্পত্তি। | ১৫০৬১৬৭.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ ছয় হাজার একশত সাতষট্টি টাকা মাত্র) ১৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী, এবং ১৭.১১.২০২৩ থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ। | ক) ১৮,২৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮২,৩০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50485293900 ঙ) নেই |

**ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ (০৭.১২.২০২৩) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা পর্যন্ত**

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাসের জন্য, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **'১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১'** -এ যোগাযোগ করুন।

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এর প্রতিও**

তারিখ: ১৭.১১.২০২৩, স্থান: ব্যান্ডেল অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# বিরলতম অস্ত্রোপচারে সন্তান প্রসব বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** বিরলতম অস্ত্রোপচার করে সন্তান প্রসব করিয়ে দেশকে তাক লাগিয়ে দিল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ এই বিষয়ে সংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ।




বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দাবি, এই অস্ত্রোপচারের ঘটনা বিরলের মধ্যে বিরলতম। মেডিক্যালের গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মলয় সরকারের দাবি, জরায়ুতে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। তারপর অন্য একটি শিশুর জন্ম দেওয়াটা খুবই ঝুঁকির হয়ে যায়। কারণ, এই সময়ে সংক্রমণের ব্যাপক ভয় থাকে। তারপর শিশুটি পরিণত হওয়ার সময়ও লাগে। তাই এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানেই অসাধ্যসাধন করেছে মেডিক্যাল। ১১ জুলাই ভর্তি রোগী সফলভাবে সন্তান প্রসব করেন ১৪ নভেম্বর, শিশু দিবসের দিন। সিজার করে শিশুটি পৃথিবীর আলো দেখান চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই মাসে একইভাবে টেস্ট টিউবে মা হওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। এবার তাঁর পেটে আসে যমজ সন্তান। কিন্তু, অন্তঃস্বত্তার ১৭ সপ্তাহে জুলাই মাসের ১১ তারিখ রক্তক্ষরণ নিয়ে তিনি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। গাইনি বিভাগে পরদিন অর্থাৎ ১২ তারিখ একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন তিনি। এরপর পরস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়। পেটে দ্বিতীয় সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েন চিকিৎসকরা। কিন্তু, তাঁরা হাল ছাড়েননি। টানা ১২৫ দিন হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন তিনি। কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখা হয় তাঁকে। এরপর ১২৬ দিনের মাথায়, মঙ্গলবার তিনি যমজ সন্তানের দ্বিতীয়টির জন্ম দেন। শিশুটির ওজন ২ কেজি ৯০৬ গ্রাম। মা এবং শিশু দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন। এই অস্ত্রোপচারের গোটা প্রক্রিয়ায়টি ১০ জন চিকিৎসকের একটি দল করেন বলে জানান হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ।

# বাঁধাকপির চাষ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে দিশা দেখাচ্ছে চাষিদের

**মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি**

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার নদীবাঁধ এলাকায় বাঁধাকপির চাষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে দিশা দেখাচ্ছে কয়েক হাজার চাষিকে। এই মহকুমার ছয়টি ব্লকের মধ্যে পাঁচটি ব্লকের নদীবাঁধ এলাকাতেই কয়েকশো একক জমিতে বাঁধাকপি চাষ হয়। উল্লেখ্য, আরামবাগ মহকুমা দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও মুন্ডেশ্বরী নদী দিয়ে ঘেরা। আর এই জন্য নদীবাঁধ সংলগ্ন স্থানে শীতের মরসুমে প্রচুর পরিমাণে বাঁধা কপি ও ফুলকপি চাষ হয়। তবে এই বছর ব্যাপক পরিমাণে বাঁধাকপি চাষ দেখা যায়। খানাকুলের ঘাশুয়া, চিংড়া, নতিবপুর, জগৎপুর এলাকার বাঁধাকপির উৎপাদন এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে বলে মনে করছে কৃষকরা। লক ডাউনের ফলে পরিবেশে পরিবর্তন এসেছে। পরিবেশ অনেকটাই দূষণমুক্ত হয়েছে। তাছাড়া শীতের আমেজও হাল্কা থাকায় ফলন বেশি হচ্ছে। এই বিষয়ে খানাকুলের ঘাশুয়া এলাকার এক কৃষক জানান, এই বছর প্রকৃতি দুই হাত ভরে বাঁধাকপি দিয়েছে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হওয়ায় চাষ খুব ভালো হচ্ছে। এখানকার বাঁধাকপি সারা রাজ্য ব্যাপী রপ্তানি হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরামবাগ মহকুমার বাঁধাকপি প্রতি বছরই একটা জায়গায় থাকে। আমাদের নদী বাঁধ এলাকার সুস্বাদু কপির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। কেননা এখানে সারে প্রয়োগ কম হয়। মাটি খুব ভালো হওয়ায় সার বেশি লাগে না। এখান থেকে বর্ধমান, হাওড়া, কলকাতা, তারকেশ্বর, চুঁচড়া, মেদিনীপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যায়। অপরদিকে আরামবাগের সালেপুর দুই নম্বর অঞ্চলের কৃষকরা জানান, এই বছর ফুলকপির থেকে বাঁধাকপির উৎপাদন বেশি হয়েছে। আর এই কপি সহজে বাজার জাত করায় চাষিরা অন্যান্য বছরের তুলনায় অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হন। চাষিরা কপি চাষ করে অনেকটাই লাভবান হবেন। সবমিলিয়ে এই বছর আরামবাগের নদীবাঁধ এলাকার বাঁধাকপির চাষ উজ্জীবিত করছে কয়েক হাজার চাষিকে।



# জয়নগরের পর শুট আউট ডায়মন্ড হারবারে, মৃত এক



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার:** জয়নগরের পর এবার শুট আউট ডায়মন্ড হারবারে! অভিযোগ, ভাইফোঁটার রাতে দিদির বাড়িতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের কুলেশ্বর এলাকায়। সূত্রের খবর, নিহত যুবকের নাম মিঠুন সরদার (২৮)। তিনি উস্থি থানার সাতঘড়া এলাকার বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এই শুট আউটের ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভাইফোঁটার জন্য মিঠুন পাশেই কুলেশ্বর এলাকায় দিদির বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে মিঠুনের জামাইবাবু জগন্নাথ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁরই দাদা জয়দেব মণ্ডলের পরিবারের জমিজমা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলার সময় উপস্থিত ছিলেন মিঠুনও। তুমুল বাদানুবাদ চলার সময়, আচমকা জয়দেব মণ্ডলের ছেলে পরেশ মণ্ডল মিঠুনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন মিঠুন। এরপর এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন পরেশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত পরেশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন এসডিপিও মিতুন কুমার দে। তিনি বলেন, 'দ্রুতই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলাও রুজু হয়েছে। কী ভাবে ধৃতের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এসেছিল তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' অন্যদিকে, এই ঘটনার পর অভিযুক্তের রাজনৈতিক পরিচয়ও প্রকাশ্যে আসতে জোর চাপানোতরও শুরু হয়ে গিয়েছে।

জানা যায়, ধৃত পরেশ মণ্ডল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামসভায় বিজেপির প্রার্থী হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে ডায়মন্ড হারবার যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস বলেন, 'বিজেপির এটাই সংস্কৃতি। ওটা একটা দাঙ্গাবাজ আর খুনিদের দল। মানুষ খুন ওদের জলভাত। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁরই বড় উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনার বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে এই সব খুনিরা।'

তবে, বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ সুফল ঘাঁটু বলেন, 'মৃত্যুটা সত্যিই দুঃখ জনক। যতটা জানি, নিতান্ত পারিবারিক জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই শুট আউট হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। আর যদি রাজনৈতিক খুনের কথা বলেন তা হলে সারা বাংলার লোক জানে কারা প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে চলেছে!'

# রেশনে নিম্নমানের চাল দেওয়ার অভিযোগে ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** রেশনের চালে কিলবিল করছে পোকা। আর এই বিষয়টি নজরে আসতেই রেশন ডিলারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার মানিকচক থানার ধনরাজ গ্রামে পোকাযুক্ত চাল বিলির ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মানিকচক থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ধনরাজ গ্রামের রেশন ডিলার ফুল মহম্মদ গ্রামবাসীদের জন্য দুয়ারে রেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী দেওয়ার কাজ শুরু করেন। আর তখনই বিলি করা চালে পোকা থাকার অভিযোগ তুলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা। গ্রাহকদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের রেশন সামগ্রী বিলি করছেন ওই ডিলার। পোকা যুক্ত চাল সকলকে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের চাল খেলে সকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে অভিযোগ গ্রাহকদের।

মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, ঘটনাটি শুনেছি। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা সেটাও জেলা প্রশাসনের দেখবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে রেশনে এই ধরনের কাজ মেনে নেওয়া হবে না। যদি এর পেছনে কেউ জড়িত থাকে তাহলে প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

# ছোট কার্তিকের চাহিদা তুঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** সদ্য বিবাহিত বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে 'কার্তিক ফেলা'র লাভ ঘরে তুলছেন মৃৎশিল্পীরা। ফলে চলতি সময়ে চাহিদা বেড়েছে 'ছোট কার্তিকে'র, বলছেন মৃৎশিল্পীরা। আজও মানুষের বিশ্বাস, কার্তিক পুজো করলে কার্তিকের মতো ছেলে হবে। ফলে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছেন অনেকেই। সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের হাত ধরে বাড়িতে কার্তিক পৌঁছে যাওয়ার রীতি তো আছেই।



মৃৎশিল্পী সঞ্জয় চন্দের দাবি, এখন ছোট কার্তিকের চাহিদা তুঙ্গে। অনেকেই নির্দিষ্ট দামে এই ছোট কার্তিকই নিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

# সিঙ্গুরে যাত্রাদলের বাস দুর্ঘটনায় আহত ১২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর:** চিৎপুরের যাত্রাদলের বাস দুর্ঘটনার কবলে যাত্রাদলের কলাকুশলীরা। আহত ১২ জন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার কলকাতার চিৎপুরের নিউ দেবাঞ্জলি অপেরা নামে যাত্রাদলের সদস্যরা বর্ধমানের খণ্ডঘোষে যাত্রা করতে গিয়েছিলেন। শিল্পী, মেক আপ ম্যান,আলোকসজ্জার কর্মী, মিউজিশিয়ান সহ মোট ১৯ জন ছিলেন বাসে। বৃহস্পতিবার সকালে বাসটি সিঙ্গুরের খাসেরভেড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়েছিল। কয়েকজন কলাকুশলীরা নেমে প্রাতঃরাশ সারতে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন আবার বাসের মধ্যেও ছিলেন।

বাসে থাকা শিল্পীদের দাবি, হঠাৎই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে এসে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর সেটি রাস্তার ধারে গার্ড রেলিং ভেঙে পাশের জঙ্গলে ঢুকে যায়। দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের পিছনের অংশটি। নীচে থাকা কলাকুশলীরা ছুটে এসে উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বাসটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালায় পুলিশ।

যাত্রাদলের এক অভিনেত্রী বলেন, 'বাসের ভিতরে আমি ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎই একটা ধাক্কার পর যখন চেতনা আসে দেখি পিছনের সবাই আমার ঘাড়ের ওপর উঠে পড়েছে। সবাই চিৎকার করছে। আমি দৃশ্যটা দেখে কেঁদে ফেলি।' আরও এক শিল্পী বলেন, 'আমরা কয়েকজন প্রাতকৃত্য করতে যাই। তখন পিছন থেকে একটা লরি এসে সজোরে ধাক্কা মারে।'সিঙ্গুরের গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দশজনের মাথায় গুরুতর চোট আঘাত থাকার কারণে তাঁদের শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

# মেয়ের বিয়ের কয়েকদিন আগেই আত্মহত্যা বাবার!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** বাড়িতে প্যান্ডেলের বাঁশ পড়ে গিয়েছে। বাড়ির সামনে আলপনাও দেওয়া। গোবরের ছটা, সিঁদুরের স্বস্তিক, সবই রয়েছে। আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ সারা। মেয়ের বিয়ে যে! বাবা সন্ধ্যায় ঘর থেকে যখন বেরিয়েছিলেন, সকলে ভেবেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু রাতেই যখন বাবার ফোন এল, পরিবারের সামনে গোটা পৃথিবীটাই যেন অন্ধকার! দশ দিন পর মেয়ের বিয়ে। তার আগেই বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল সোয়াখালের পাশে। হুগলির পোলবার আমনান গ্রামের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ (৫৩)।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বিশ্বজিৎবাবু। রাতে নিজেই ফোন করে বাড়িতে জানান, আর বেঁচে থাকতে চান না। এরপর আর ফোন ধরেননি। সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে পোলবা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। বৃহস্পতিবার সকালে আমনান গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে সোয়াখালের পাশে একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মেয়ের বিয়ে নিয়ে তোড়জোড় চলছে, এমন সময় কেন আত্মহত্যা করলেন প্রৌঢ়, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মৃতের দিদির দাবি, তাঁর ভাইয়ের কোনও সমস্যা ছিল বলে জানা নেই। বিয়ের আর দশ দিন বাকি। টাকা পয়সা প্রয়োজন কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল অসুবিধা হবে না। সব আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ হয়ে গিয়েছে। কেন এমনটা ঘটাল, বুঝতে পারছি না। টাকার অভাব থাকলেও তা প্রকাশ করেনি। মৃতের আত্মীয়র দাবি, পরিবারকে নিজেই ফোন করে জানান বেঁচে থাকতে চান না। বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলে ফোন কেটে দেন। মাস দেড়েক ধরে মানসিক অবসাদে ছিলেন। ঠিক কী নিয়ে অবসাদ, তা বোঝা যেত না। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সব আয়োজন হয়ে গেলেও, মেয়েকে বিয়েতে দেওয়ার জন্য গয়না কেনা হয়নি। তা নিয়েই হয়তো অবসাদ। পোলবা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

# কাটোয়ায় কার্তিক পুজোয় পূজিত অন্যান্য দেবদেবীও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** শুক্রবার কার্তিক পুজো। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া পূর্বস্থলী সহ আশপাশের এলাকায় হয় ঐতিহ্যবাহী কার্তিক পুজো বা কাতিক লড়াই। পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলীবাসীর মানুষের কাছে এটাই তাঁদের জাতীয় উৎসব হিসাবে খ্যাত। পুজো উপলক্ষে সাজসাজ রব চলছে এলাকা জুড়ে। বিশেষ করে চরম ব্যস্ততায় মৃৎশিল্পীরা।

বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে তৈরি মূর্তি তুলে দিতে হবে। পূর্বস্থলীর পুরাতন বাজারপাড়া, পলাশপুলির পালপাড়া ও চুপির পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা মূর্তি তৈরিতে মগ্ন। পাশাপাশি চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। অন্যদিকে পূর্বস্থলীর ঐতিহ্যবাহী কার্তিক লড়াই উপলক্ষে চুপির হাটতলায় ও পূর্বস্থলী স্টেশন চত্বর জুড়ে নানা দোকানপাট বসা শুরু হয়েছে। ূল পুজো একদিনের হলেও পুজো রেশ চলে আরো ২ দিন ধরে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কার্তিক পুজো নামে হলেও পূর্বস্থলীতে এই দিনে নানা দেবদেবীর পুজো হয়ে আসছে। যেমন পূর্বস্থলী পুরাতন বাজারপাড়া অকাল বোধন, জোড়াবাঘ বিন্ধ্যবাসীনি, বৈদিকপাড়ার কৃষ্ণকালী, আদিস্টেশন বাজারের শিবপার্বতী। হাসপাতাল পাড়ার কমলেকামেনি, পলাশপুলি সদগোপপাড়ার রামরাবণের যুদ্ধ, কাস্টশালীর মুক্তকেশী, চুপি নাথপাড়ার সমুদ্রমন্থনের মাধ্যমে কৈলাসখণ্ড, চৌরঙ্গির মহিষমর্দিনী, কাস্টশালীর চেনকার্তিক, বোমকার্তিক। ধাড়াপাড়ার বড় মহিষমর্দিনী কৈবত্যপাড়ার ছোট মহিষমর্দিনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।



প্রতি বছর কার্তিক পুজো দেখতে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ এই এলাকায় ভিড় জমান।

# যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** কাঁকসা এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার বান্দ্রা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে কাঁকসার বান্দ্রা গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে একটি গাছের ডালে এক যুবকের মৃতদেহ ঝুলতে দেখেন এলাকার মানুষ। কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত যুবকের নাম অভিজিৎ মণ্ডল (২৩)। তাঁর বাড়ি কাঁকসার গোপালপুরের উত্তরপাড়া এলাকায়। কী কারণে মৃত্যু তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

# সামাজিক অধিকারিতা শিবির

**নিলয় ভট্টাচার্য ● কল্যাণী**

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নদীয়ার কল্যাণীর কাছে হরিণঘাটার নগরউখরায় আজ এক 'সামাজিক অধিকারিতা' শিবিরের আয়োজন করা হয়। এর উদ্বোধন করে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রামদাস আটোওয়াল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দিব্যাঙ্গজনদের স্বার্থে বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন এই শিবির থেকে দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ২০৬ জন দিব্যাঙ্গজনের হাতে সহায়ক সরঞ্জাম তুলে দেন। যদিও এই শিবির থেকে মোট ১ হাজার ৬ জনের দিব্যাঙ্গজনের হাতে ১৬৭৯টি সহায়ক সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ট্রাই-সাইকেল, হুইলচেয়ার, ক্র্যাচ, ওয়াকিং স্টিক প্রভৃতি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম দাস অটোওয়ালা শাসক দলকে তুলোধুনো করেন, তিনি বলেন আগামী ২৪শে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল জনসমর্থন নিয়ে পুনরায় সরকার গঠন করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছে,ভারত অবৈধভাবে অনেক এগিয়ে চলেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমে দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সবতাই প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে।

এদিন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী বলেন আজ আমরা এলাকায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দিলাম কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সহোযোগিতায়। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য অনেক কিছু করছে। আগামী দিনে আরও বেশি মানুষের কাজ করতে পারবো।

এদিন শান্তনু ঠাকুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে।

# বাঁদনা পরবকে ঘিরে মেতেছে ঝাড়গ্রামবাসী

**অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম**

প্রাচীন রীতি মেনে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী গ্রাম পঞ্চায়েতের আহিরা গ্রামে আহিরা আদিবাসী শিবশংকর ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল আদি জনজাতি ভূমিজের ঐতিহ্যবাহী বাঁদনা পরব অর্থাৎ গোরু খুঁটান উৎসব। জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বাঁদনা পরব।

এদিন গ্রামের মহিলা পুরুষ সবাই শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের একাধিক নির্বাচিত গোরুকে খুঁটিতে বেঁধে উৎসবে মাতেন। রীতি মেনে গোরু খুঁটান উৎসবের তিনদিন আগে থেকে বাড়ির গোরুকে পুজো করা হয়। এদিনের এই গোরু খুঁটান উৎসবে ১৫টি গোরুকে অংশগ্রহণ করানো হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করা গোরুর মালিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজের রাজ্য সহ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিং, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুপ মাহাতো, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অঞ্জলি দোলাই, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

এছাড়াও প্রাচীন রীতি মেনে বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে নয়াগ্রামের জরকা গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন মাতলেন বাঁদনা পরব অর্থাৎ গোরু খুঁটান উৎসবে। জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী পরব বাঁদনা পরব। জারকা গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই ঐতিহ্যবাহী বাঁদনা পরব দেখতে জড়ো হন এলাকার প্রচুর সাধারণ মানুষ। আদিবাসী ভাষায় এটি 'সহরায়' উৎসব বলে পরিচিত।

মূলত কালীপুজোর পরে এই উৎসব হয় গোরুকে



আনন্দ দিতে এবং নিজেদের মধ্যে আনন্দ নেওয়ার জন্য। উৎসবের আগের দিন গোরুকে রাতভর জাগিয়ে রাখা হয়। পরে কালীপুজোর তিনদিন পর বিকেলে শোভাযাত্রা সহকারে গোরুকে নাচানো হয়। ঐতিহ্যবাহী সেই রীতি মেনে জরকা গ্রামে পালিত হয় বাঁদনা পরব। পাশাপাশি রীতিমতো গোপীবল্লভপুরের সোনাহারা গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন মাতলেন বাঁদনা পরব অর্থাৎ গোরু খুঁটান উৎসবে। এদিন গ্রামের মাঝি বাবার নেতৃত্বে মহিলা পুরুষ সবাই শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের একাধিক নির্বাচিত গোরুকে খুঁটিতে বেঁধে উৎসবে মাতেন।

# যোগেশ চন্দ্র বসুর পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করলেন আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক সন্তু জানা

**চিত্ত মাহাতো ● মেদিনীপুর**

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কাঁথির প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব তথা মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা যোগেশ চন্দ্র বসু ১৯১০ সালে কাঁথির বসুধামে বসে লিখেছিলেন 'বসুবংশ' নামক গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এটাই তাঁর লেখা প্রথম কোনও ইতিহাস রচনা। প্রায় ১১৩ বছর পরে সেই দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করলেন আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক সন্তু জানা। সন্তু জানা দীর্ঘদিন ধরে মেদিনীপুরের প্রাচীন সংবাদপত্র নিয়ে চর্চা করছেন। কাঁথি থেকে প্রকাশিত শতাব্দীপ্রাচীন 'নীহার' সংবাদপত্রের (১৯০১ - ১৯৮৯) সমস্ত আসল কপি (সংখ্যায় প্রায় ৪৫০০ টি ) তিনি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে প্রতিষ্ঠিত দণ্ডভুক্তি একাডেমী গবেষণা কেন্দ্রে। সুদীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে মেদিনীপুর শহরের রাঙামাটি থেকে জনৈক কৃষ্ণচন্দ্র বসুর কাছ থেকে গবেষক সন্তু জানা বসুবংশ পাণ্ডুলিপিটির হদিস পান।



সেই দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি শতাধিক বছর পরে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হল কাঁথির ঐতিহ্যশালী বসুধামে। মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন এবং পরিশিষ্ট সংযোজনে সম্পাদনা করেছেন সন্তু জানা। প্রকাশক মেদিনীপুরের অরিন্দম'স প্রকাশনীর পক্ষে অরিন্দম ভৌমিক। কাঁথির বসুধামে আয়োজিত এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. হরিপদ মাইতি, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমলেন্দু বিকাশ জানা, প্রাক্তন অধ্যাপক ড. হৃষিকেশ পয়ড়া, ইতিহাস গবেষক মন্মথনাথ দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ।

যোগেশচন্দ্র বসু ১৯২১ সালে মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখে বাংলা ও বাঙালির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি আজ থেকে ১১৩ বছর আগে মেদিনীপুরের কায়স্থ বসুদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসের যে অকথিত আকর দলিল তৈরি করে গিয়েছেন তা বাংলার ইতিহাসের সম্পদ। এই গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় বসবাসকারী মাহিনগর বসুদের ৪২ পুরুষের কথা ও বংশলতিকা। বল্লাল সেন রাজ্যসভার হীরকখণ্ড দশরথ বসু, নবাব হুসেন শাহের নৌসেনা, অধ্যক্ষ গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মালাধর বসু ওরফে গুনরাজ খান থেকে শুরু করে মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ যোগেশ চন্দ্র বসু অথবা ভারতরত্ন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলা হয়েছে এই গ্রন্থে। এছাড়াও, সম্পাদক সন্তু জানা গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত করেছেন পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের রোমহর্ষক কাহিনি এবং দুষ্প্রাপ্য কায়স্থ মঙ্গলের সম্পূর্ণ শ্লোক। এক কথায় বলা যায়, পটাশপুরের ভূমিপুত্র তথা কাঁথির দিকপাল শিক্ষাবিদ যোগেশ চন্দ্র বসুর লিখিত এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হল।

# সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে অজিরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বড় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা 'চোকার্স'। বৃহস্পতিবারের ইডেনে কথাটা আরও এক বার সত্যি হল। 'চোকার্স' তকমা মুছে ফেলতে পারল না টেম্বা বাভুমার দল। বিশ্বকাপের শুরু থেকে দারুণ ফর্মে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে চেনা গেল না সেমিফাইনালে। ৩ উইকেটে জিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের সামনে অস্ট্রেলিয়া। তবে যতটা সহজে অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে জিতবে বলে মনে করা হচ্ছিল ম্যাচের প্রথমার্ধে, ততটা সহজে জয় পেল না পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীরা। ইডেন গার্ডেন্সের মন্থর হয়ে যাওয়া উইকেটে যথেষ্ট খেটে জিততে হল তাদের। পাঁচ বার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে পাঁচ বারই হারল দক্ষিণ আফ্রিকা।

আকাশে মেঘ থাকলেও টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নেন বাভুমা। অধিনায়কের সিদ্ধান্তের ফসল ঘরে তুলতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা। ২১২ রানেই শেষ হয়ে গেল তাদের ইনিংস। ডেভিড মিলার ১০১ রানের লড়াকু ইনিংস না খেলতে পারলে এবং হেনরিক ক্লাসেন ৪৭ রান না করলে বড় লজ্জায় পড়তে হত দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দলের ইনিংসের ধস শুরু বাভুমাকে (শূন্য) দিয়েই। অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছেন কুইন্টন ডি'কক। গোটা প্রতিযোগিতায় দারুণ ফর্মে ছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে ডি'ককও (৪) পারলেন না। ব্যর্থ তিন নম্বরে নামা ভ্যান ডার ডুসেনও (৬)। ভরসা দিতে পারলেন না এডেন মার্করামও (১০)। জস হ্যাজলউডদের দাপটে ১১.৫ ওভারে ২৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের এই রান বিশ্বকাপের ইতিহাসে এত খারাপ ভাবে কখনও ইনিংস শুরু করেনি তারা।

১০ ওভারে রান ছিল ১৮/২। যা শেষ চারটি বিশ্বকাপে পাওয়ার প্লেতে যুগ্ম দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রান। ২০১১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজও ১০ ওভারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছিল। আর ২০১৫ বিশ্বকাপে প্রথম ১০ ওভারে পাকিস্তান ১৪ রানে ২ উইকেট হারিয়েছিল জিম্বাবোয়ের পর।

## শতকে রেকর্ড গড়লেন মিলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** যখন মাঠে নেমেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার রান ৪ উইকেটে ২৪। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার চাপে ভেঙে পড়ার যে প্রবণতা, সেটি তখন প্রবলভাবে উপস্থিত। ওই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ডেভিড মিলার খেললেন ১১৬ বলে ১০১ রানের ইনিংস। বিশ্বকাপ ইতিহাসে যা নকআউট পর্বে কোনো ছয় নম্বর ব্যাটসম্যানের প্রথম শতক। নকআউটে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের ইনিসংও এটিই।

মিলারের রেকর্ড গড়া শতকের সুবাদে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৪৯.৪ ওভারে ২১২ রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৭ রান আসে হাইনরিখ ক্লাসেনের ব্যাট থেকে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্স।

কখনো বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে না পারা দক্ষিণ আফ্রিকা এবার লিগ পর্বে ছিল দারুণ ছন্দে। ৯ ম্যাচের ৭টিতে জয় তুলে সেমিফাইনালে ওঠে দ্বিতীয় হয়ে। তবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামার কিছুক্ষণ পরই রীতিমতো ধুঁকতে শুরু করে টেম্বা বাভুমার দল। স্টার্ক ও হ্যাজলউডের জোড়া আঘাতে ১২ ওভারের মধ্যে ২৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসে তারা।

কলকাতার আকাশে মেঘ জমে যে গুমোট পরিস্থিতি স্টেডিয়ামজুড়ে তৈরি হয়, সেটি যেন প্রোটিয়া ক্রিকেটেরই প্রতিচ্ছবি। এ সময় বৃষ্টির কারণে কিছুক্ষণ খেলাও বন্ধ থাকে।

তবে বৃষ্টি,বিরতির পর খেলা শুরু হলে ক্লাসেনকে নিয়ে দলকে বিপর্যয় থেকে তুলতে থাকেন মিলার। পঞ্চম উইকেটে এ দুজনের ৯৫ রানের জুটি থামে ট্রাভিস হেডের বলে ক্লাসেন বোল্ড হলে। ৪৮ বলে ৪৭ রান তোলার পথে ৪টি চার ও ২টি ছয় মারেন ক্লাসেন। এর পরের বলে মার্কো ইয়ানসেন এলবিডব্লু হয়ে গেলে আরেক দফা বিপদে পড়ে প্রোটিয়ারা।

সপ্তম উইকেটে জেরাল্ড কোয়েৎজিকে নিয়ে আরেকটি জুটি গড়েন মিলার। কামিন্সের বলে কোয়েৎজির আউটের আগে দুজনে যোগ করেন ৫৩ রান। ১৭২ রানে সপ্তম উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮তম ওভারে কামিন্সের বলে মিলারের ছক্কায় পেরোয় দুই শর ঘর। এই ছয়ে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন মিলারও। বিশ্বকাপের নকআউট ইতিহাসে ছয় বা এর পরে নেমে এটিই প্রথম শতক। এত দিন সর্বোচ্চ ছিল ১৯৭৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কলিন্স কিংয়ের ছয়ে নেমে ৮৬।

মিলার ১০১ রানের শতকে গড়েন দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বিশ্বকাপ নকআউটে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও। আইসিসি টুর্নামেন্টের নকআউটে হার্শেল গিবস ১১৬* (২০০২) ও জ্যাক ক্যালিসের ১১৩*(১৯৯৮) রানের ইনিংস থাকলেও সেটি ছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে।

## 'শামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন না', মুম্বইকে বলল দিল্লি পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারতকে ফাইনালে তোলার পথে কাল মুম্বইয়ে একগাদা রেকর্ড গড়েছেন মোহাম্মদ শামি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একাই নিয়েছেন ৭ উইকেট; যা ওয়ানডেতে কোনো ভারতীয়র সেরা বোলিং ফিগার তো বটেই, বিশ্বকাপের নকআউট পর্বেরও সেরা।

শুধু কি তা,ই? বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি চারবার পাঁচ উইকেট নেওয়ারও কীর্তি গড়েছেন শামি। এবারের আসরে ২৩ উইকেট নিয়ে এই মুহূর্তে তিনিই সর্বোচ্চ উইকেটসংগ্রাহক।

এককথায়, শামির বিধ্বংসী বোলিং গোটা ভারতকেই গর্বিত করেছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৩৩ বছর বয়সী পেসারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।

এবার তাঁকে নিয়ে 'মিম যুদ্ধে' মজেছে ভারতের বৃহত্তম দুই শহর মুম্বাই ও দিল্লির পুলিশ। পরে তাতে যোগ দিয়েছে বিশ্বকাপ ফাইনালের শহর আহমেদাবাদের পুলিশও। তিন শহরের পুলিশের একের পর এক পোস্টে নেট,দুনিয়ায় শোরগোল পড়েছে।

শুরুটা করেছে ভারতের রাজধানী দিল্লির পুলিশ। শামি কাল যে শহরে নতুন কীর্তি গড়েছেন, সেই মুম্বাই পুলিশকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে, 'আশা করি হামলা চালানোয় (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বিধ্বংসী বোলিং করায়) আপনারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় মুম্বাই পুলিশ। তারা লেখে, 'আরে, আপনারা তো অসংখ্য মানুষের হৃদয় চুরির অভিযোগ আনার কথা ভুলেই গেছেন। শুধু মোহাম্মদ শামিই নয়, আরও দুজন এ অপরাধে যুক্ত।' শামি ছাড়া বাকি দুজন বলতে হয়তো বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ারকে বোঝাতে চেয়েছে মুম্বাই পুলিশ। কাল দুজনই শতক করেছেন।

পুরো লেখাটিতেই যে রসিকতা করা হয়েছে, পোস্টের শেষে মুম্বাই পুলিশ এও জানিয়েছে, 'প্রিয় নাগরিকগণ, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে দুই রাজ্যের পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি সম্পর্কে অবগত। আর আপনাদের উপস্থিত বুদ্ধিতেও আমাদের সম্পূর্ণরূপে আস্থা রয়েছে।' এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন মুম্বাই পুলিশের বিশেষ কমিশনার দেবেন ভারতীও। শামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কিংবা তাঁকে আটক করা যাবে কি না, দিল্লি পুলিশের এই প্রশ্নে দেবেন লিখেছেন, 'একদমই নয়। আত্মরক্ষা অধিকার আইনের আওতায় তাকে কোনোভাবেই আটক করা যায় না।'

মিমের লড়াইয়ে পিছিয়ে নেই আহমেদাবাদ পুলিশও। আগামী রোববার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। মুম্বাই পুলিশ আহমেদাবাদ পুলিশের অফিশিয়াল পেজ ট্যাগ করে লেখে, 'বিজয় রথে চড়তে তোমরা প্রস্তুত তো? এবার ফাইনালের অপেক্ষা। আহমেদাবাদের পথে রওনা দিয়েছে সেটি।' এর উত্তরে আহমেদাবাদ পুলিশ লেখে, 'আমরা প্রস্তুত।'

ভারতের তিন শহরের পুলিশের এই রসিকতায় সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছে। একজন লিখেছেন, 'শামিকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত রেহাই দিন। তার আরেকটি বড় ডাকাতি করা বাকি আছে।' আরেকজন লিখেছেন, 'হাস্যরসের সর্বোচ্চ পর্যায়।'

## পিচ বিতর্ক বাড়ালেন উইলিয়ামসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালের জন্য পূর্বনির্ধারিত ওয়াংখেড়ের পিচ পরিবর্তন করা হয়। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার সরগরম হয়েছিল ক্রিকেট বিশ্ব। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল অবশ্য সে দিনই জানিয়ে দিয়েছে, পিচ পরিবর্তনের ঘটনায় কোনও বিতর্ক নেই। অভিযোগ জানায়নি প্রতিপক্ষ নিউ জ়িল্যান্ডও। সেমিফাইনালে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও ওয়াংখেড়ের পিচকে দোষারোপ করেননি নিউ জ়িল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

নতুন উইকেটের বদলে প্রথম সেমিফাইনাল হয়েছে ব্যবহৃত উইকেটে। বিশ্বকাপের দু'টি ম্যাচ হয়েছিল তাতে। আয়োজক ভারত অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে বলে সমালোচকেরা সুর চড়ালেও, বিতর্ক খুঁজে পাননি নিউ জ়িল্যান্ড অধিনায়ক। ম্যাচের পর উইলিয়ামসন বলেছেন ''এই উইকেটটা আগে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বেশ ভাল উইকেট। আমাদের তেমনই মনে হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। খেলার প্রথমার্ধে প্রচুর রান হয়েছে। আমার মতে দিন-রাতের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে কিছু পরিবর্তন হয়। আলো এবং আরও কিছু বিষয় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়। গোটা প্রতিযোগিতাতেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করেছি। সেমিফাইনালেও সে রকমই প্রত্যাশা করেছিলাম।''

উইলিয়ামসন মেনে নিয়েছেন, যোগ্য দল হিসাবেই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছেন রোহিত শর্মারা। উইলিয়ামসন বলেছেন, ''মেনে নিতে অসুবিধ নেই, ভারত অনেক ভাল খেলেছে। প্রতিযোগিতার এই পর্যায় পর্যন্ত এসেও আরও এগোতে না পারা অত্যন্ত হতাশাজনক। আমরা একটা ভাল দলের কাছে হেরেছি। আমাদের সাত সপ্তাহের একটা যাত্রা শেষ হল।''

ভারতীয় দলের প্রশংসা করে নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক আরও বলেছেন, ''ভারতই এখন বিশ্বের সেরা দল। ওরা ওদের সেরা ক্রিকেট খেলছে বিশ্বকাপে। ম্যাচটা বেশ কঠিন ছিল। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে ব্যর্থতা আসে। আসল হল সেই পরিস্থিতি আপনি কী ভাবে মোকাবিলা করছেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারত অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলছে। সেমিফাইনাল পর্যন্ত একটা ম্যাচেও হারেনি। রাউন্ড রবিন লিগের মতো পর্যায় পেরিয়েও এমন খেলা ধরে রাখা সহজ নয়। ভারতের এই দলের মানসিকতাই অন্য রকম। মাঠে ওদের মধ্যে কখনও দ্বিধা দেখতে পাইনি। সন্দেহ নেই ভারত আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফাইনাল খেলতে নামবে।''

## নাসের হুসেইনের চোখে আসল নায়ক ভারত অধিনায়ক রোহিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এই বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা কী করেছেন? সংখ্যা দেখার আগে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইনের কথাটা শুনুন। গতকাল নিউজিল্যান্ডকে ৭০ রানে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেছে ভারত।

যে ম্যাচে শতক করেও ম্যাচসেরা হতে পারেননি বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ার। ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা মোহাম্মদ শামি। ৪৭ রান করা রোহিত তো ম্যাচসেরার আলোচনাতেই ছিলেন না। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকও তিনি নন। এই তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন আরও চারজন। এরপরও নাসের বলছেন, এই ভারতীয় দলের আসল নায়ক রোহিত। ম্যাচ শেষে স্টার স্পোর্টসে ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক বলেছেন, 'আগামীকালের শিরোনাম হবে বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার কিংবা মোহাম্মদ শামিকে নিয়ে। তবে ভারতীয় দলের আসল নায়ক, যে কিনা ভারতীয় দলের সংস্কৃতি বদলে দিয়েছে, সে রোহিত শর্মা।'

২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ উইকেটে হেরেছিল ভারত। এরপরই নাকি দিনেশ কার্তিককে রোহিত বলেছিলেন, 'আমাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।' সেই ঘটনা মনে করে হুসেইন বলেছেন, 'আমরা সবাই অ্যাডিলেডে টি-টোয়েন্টি সেমিফাইনালে ছিলাম। ভারত ভিতু ক্রিকেট খেলে ছোট একটা সংগ্রহ গড়েছিল। ইংল্যান্ড তাদের উড়িয়ে দিয়ে ১০ উইকেটে জিতেছিল। আমাদের সঙ্গে ডিকে ( দিনেশ কার্তিক) আছে, যাকে রোহিত বলেছিল, তআমাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।দ এটা বলা এককথা, আর মাঠে গিয়ে কথামতো কাজ করা আরেক কথা।'

রোহিত আসলে শুধু নিজেই খেলার ধরন বদলেছেন, তা নয়, তাঁর কারণে বদলেছে ভারতের খেলার ধরনও। শুধু শুরুর কাজটাই তিনি করেন। শুরুতেই ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। আর তাতেই বদলে যায় ইনিংসের গতিপথ। চলতি বিশ্বকাপের কিছু পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

এই বিশ্বকাপে পাওয়ারপ্লেতে ভারত রান তুলেছে ১০৯ স্ট্রাইক রেটে, যা বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ। ভারত ছাড়া ১০০ বা এর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে পাওয়ারপ্লেতে রান তুলতে পেরেছে মাত্র একটি দল। অস্ট্রেলিয়া রান তুলেছে ১০২.৪১ স্ট্রাইক রেটে। চলতি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা ১০ ম্যাচে পাঁচবারই প্রথম ১০ ওভারে ৭৫ বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে ভারত। ২০১৯ বিশ্বকাপে যেখানে এক ম্যাচেও ৭০ রানের কোটা ছুঁতে পারেনি তারা। রোহিত এই টুর্নামেন্টে ব্যাট করেছেন ১২৪.১৫ স্ট্রাইক রেটে।

## বল হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে ছক্কা মারেননি বেকহাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারত ক্রিকেটপাগল দেশ। বিশ্বকাপ সেই পাগলামির পারদ আরও ছড়িয়ে দিয়েছে। ক্রিকেটের এই উৎসবযজ্ঞের মধ্যে ফুটবলকে একটু অনাহূতই লাগতে পারে। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে ডেভিড বেকহামের মতো একজনকে নামিয়ে দিলে তো ফুটবল আপনা,আপনিই চলে আসে!

গতকাল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেটাই দেখা গেল। সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে মাঠে নামেন সাবেক ইংলিশ ফুটবল তারকা বেকহাম। ঠিক ওই সময়ই মাঠের এক প্রান্তে ফুটবল নিয়ে গা গরমের পর্বটা প্রায় শেষ করে এনেছেন বিরাট কোহলিরা। বেকহামকে দেখে কোহলি তাঁকে বলটা পাস দিলেন। ইংল্যান্ডের সাবেক মিডফিল্ডারও ফিরতি পাসে জবাব দিলেন।

দুই ভুবনের দুই তারকার এই 'ভাষাহীন' যোগাযোগ চলল দুবার। ওয়াংখেড়ের ঘরের ছেলে টেন্ডুলকারের পাশে বেকহামকে দেখার অনুভূতি গ্যালারি তখনো পুরোপুরি হজম করতে পারেনি। 'ঘরের ছেলে'র সঙ্গে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তির নামও জোরেশোরে শোনা গেল গ্যালারি থেকে। কে বলে, ফুটবল,ক্রিকেটের সম্পর্ক বন্ধুসুলভ নয়!

উল্টো মধুর আর স্মরণীয় কিছু মুহূর্তই দেখা গেল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ভারত ফাইনাল উঠল, কোহলি ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ শতকের রেকর্ড গড়লেন, সেটাও যাঁর রেকর্ড টপকালেন সেই টেন্ডুলকারকে সাক্ষী রেখে টেন্ডুলকারেরই ময়দানে;এসবই বেকহাম চাক্ষুষ দেখলেন। আর দেখলেন জনপ্রিয়তা। ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দেখে বেকহামের নিশ্চয়ই ফুটবলের দর্শকদের কথা মনে পড়েছে। তখন মনের মধ্যে অদৃশ্য এক প্রতিযোগিতা চলাই স্বাভাবিক; গ্যালারিতে কারা বেশি গলা ফাটায়? ফুটবল না ক্রিকেটের দর্শক? ইউরোপিয়ান ফুটবলে মাঠ ও মাঠের বাইরে তুমুল জনপ্রিয় বেকহামের মনের উত্তরটা আন্দাজ করে নেওয়াই যায়। তবে সে আন্দাজ কিন্তু ভুলও হতে পারে!

আইসিসি নিজেদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজে এবং ভারতীয় ক্রিকেট দল নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। বেকহাম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সেখানে। শুধু এটাই নয়, প্রথমবার ভারতে আসা, ক্রিকেটের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা দেখা, টেন্ডুলকারের সঙ্গে কাটানো সময় এবং ক্রিকেটে নিজের অতীত নিয়েও কথা বলেছেন লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামির সহমালিক। টেন্ডুলকারের সঙ্গে নিজের ক্লাবের জার্সিও বদল করেছেন ফুটবলের গ্ল্যামারাস জগতের কিংবদন্তি।

ভিডিওতে বেকহামের কাছে তিন শব্দে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, এসি মিলান, পিএসজি মাতানো বেকহাম উত্তরে সেই শব্দগুলোই বললেন, যেগুলো পৃথিবীর যেকোনো খেলার গ্যালারিভর্তি দর্শকদের সঙ্গে মানানসই;শিহরণ জাগানো, আবেগময় এবং অবিশ্বাস্য। এই ধারাবাহিকতায়ই ওই প্রশ্নটি করা। বেকহামের উত্তর, 'আমি ফুটবলের দর্শকদের কথাই বলতাম। কিন্তু আজ (গতকাল) এখানকার (ওয়াংখেড়ে) পরিস্থিতি দেখার পর ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। দর্শকেরা চেঁচামেচি এবং নানা রকম উদ্‌যাপনে যে উৎসবের পরিবেশ তৈরি করেছে, তা শিহরণজাগানিয়া। তাই ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।'

গ্যালারিভর্তি স্টেডিয়ামের টানেল দিয়ে বহুবার মাঠে নেমেছেন বেকহাম। তা কাল ওয়াংখেড়ের সিঁড়ি বেয়ে টেন্ডুলকারের সঙ্গে মাঠে নামতে কেমন লেগেছে? বেকহাম বলেছেন, 'স্টেডিয়ামে ঢুকে গা শিউরে ওঠার অনুভূতিটা সব সময়ই ভালো লাগে। ঢুকেই বুঝেছি পরিবেশটা একটু অন্য রকম। সেটা সম্ভবত আমি শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে মাঠে নেমেছি বলে। সে কারণেই হয়তো অনুভূতিটা ছিল বিশেষ।'

বেকহামকে নিয়ে মাঠে নামার পর মাইক্রোফোনে তাঁকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন টেন্ডুলকার। সেটুকু সম্ভবত সৌজন্যতা রক্ষার্থেই; কারণ, বেকহামের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। আর সে কারণেই বেকহামের নাম উচ্চারিত হতেই গর্জনে ফেটে পড়ে ওয়াংখেড়ের গ্যালারি। দর্শকেরা যেনে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, ফুটবলের মানুষকে ক্রিকেটে স্বাগতম!

বেকহাম অবশ্য একসময় ক্রিকেটেও বসত করেছেন। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হয়ে ভারতে এসে তিনি কঁচি,কাঁচাদের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান সেই খেলারই একটি ভিডিও নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে ছেড়েছে। সেখানে বেকহামের ব্যাটিং দেখলে যে কেউ ভেবে নেবেন, এই লোকের সঙ্গে অতীতে অবশ্যই ব্যাট,বলের সম্পর্ক ছিল!

চোস্ত ব্যাটসম্যান না হলেও পুল ও কাটগুলো দেখে এমন দাবি অস্বীকার করা যায় না। বেকহামও স্বীকার করলেন তবে কখনো ক্রিকেট খেলেছেন কি না, এমন প্রশ্ন তাঁকে করা হয়নি। জানতে চাওয়া হয়েছিল, সুযোগ পেলে ব্যাটসম্যান, বোলার না অলরাউন্ডার হতেন? ৪৮ বছর বয়সী বেকহামের উত্তর, 'স্কুলে পড়াকালীন সময়ে ক্রিকেট খেলতাম। ব্যাটিং করতেই বেশি ভালো লাগত। বোলিং,ফিল্ডিং করতেও ভালো লাগত। সে জন্য হয়তো আমাকে অলরাউন্ডারও বলতে পারেন। তবে আমি নিজেকে ব্যাটসম্যান হিসেবেই দেখি।'

ভারতে প্রথম আসার অভিজ্ঞতা নিয়েও কথা বলেছেন বেকহাম, 'প্রথমবার এসেই অবিশ্বাস্য লাগছে। বিশ্বাসই হচ্ছে না ভারতে আসতে এত দেরি হলো। পরেরবার আসার জন্য তর সইছে না। এখানে এসে যা যা করেছি, ইউনিসেফের মিটিংয়ে অবিশ্বাস্য সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশেছি...এখানকার মানুষ, খাবার এবং এই যে স্টেডিয়ামের শিহরণজাগানিয়া পরিবেশ আর বিশ্বকাপ;এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।'

## পিচ পরিবর্তন নিয়ে আজেবাজে কথা বলা বন্ধ করতে বললেন গাভাস্কার

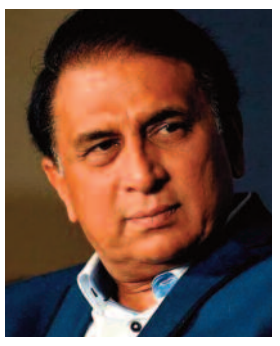

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** প্রথম সেমিফাইনালের আগে বোমা ফাটিয়েছিল মেইল অনলাইন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছিল, স্পিনারদের সুবিধা দিতে আইসিসির অনুমতি না নিয়েই ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সেমিফাইনালের উইকেট পরিবর্তন করেছে।

যদিও প্রথম সেমিফাইনালে দেখা গেছে স্পিনাররা তেমন একটা সুবিধা নিতে পারেননি। মোহাম্মদ শামি ও ব্যাটসম্যানদের কল্যাণে ভারত জিতেছে ৭০ রানে। প্রথম সেমিফাইনালের পর ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার তাই পিচ পরিবর্তন নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের ধুয়ে দিয়েছেন।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য মূলত ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৭ নম্বর উইকেট পূর্বনির্ধারিত ছিল। লিগ পর্বে এ মাঠে অনুষ্ঠিত চার ম্যাচের একটিও ৭ নম্বর উইকেটে হয়নি। সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছিল, আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের ৫০ জনের বেশি কর্মকর্তাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের খুদে বার্তা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ ৭ নম্বর উইকেট থেকে সরিয়ে ৬ নম্বর উইকেটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

লিগ পর্বে এই উইকেটে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত খেলাও হয়েছে ৬ নম্বর উইকেটে। আইসিসি পুরো বিষয়টিকে স্বাভাবিক বললেও অনেকেই এর সমালোচনা করেছেন।

তাঁদের উদ্দেশ করেই গাভাস্কার বলেছেন, 'যেসব নির্বোধ পিচ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছে, আশা করছি, তারা মুখটা বন্ধ করবে। পিচ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলা বন্ধ করুন। দুই দলের জন্যই এটা সমান ছিল।'

ম্যাচ শুরুর আগে ধারাভাষ্যকার দিনেশ কার্তিকও বলেছেন, ৬ নম্বর উইকেটেই ম্যাচ হচ্ছে। এই উইকেটে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন। যদিও ম্যাচে একেবারেই উল্টো চিত্র দেখা গেছে। নিউজিল্যান্ডের তিন স্পিনার মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্র ও গ্লেন ফিলিপস আর ভারতের দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব;এই পাঁচজন স্পিনার মিলে নিতে পেরেছেন মাত্র ১টি উইকেট। মেইল অনলাইনের ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, রোহিত শর্মার দল ফাইনালে উঠলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের নির্ধারিত উইকেটেও বদলে ফেলা হবে।

গাভাস্কার পিচ নিয়ে সব ধরনের কথাই বন্ধ করতে বলেছেন, 'পিচ নিয়ে আজেবাজে কথা বন্ধ করুন। অবশ্য দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হওয়ার আগেই অনেকে আহমেদাবাদের পিচ নিয়ে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন।' নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গেছে ভারত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

~ Endless Inspiration. Matchless legacy ~

# Hon'ble Saharasri Ji
## (1948 – 2023)

Sahara India Pariwar expresses its collective sense of grief at the loss of its beloved Chief Guardian, Hon'ble 'Saharasri' Ji, who left for his heavenly abode on 14th November, 2023.

The strength of his character, the influence of his personality and the power of his presence have all left a lasting memory. As he passes from the turmoil of life to eternal tranquillity, he leaves behind a legacy that remains as a profound and precious imprint in the hearts of billions to whom his life brought hope and encouragement.

The man who enlightened us to the supremacy of human emotions over business interests, will continue to guide us, inspire us to new frontiers, for he exemplified human spirit in its true essence - unconquerable and supremely courageous.

SAHARA
INDIA PARIWAR

WhatsApp number : +91 98399 90501 | Email Id : contact@sahara.in

CHHABI 202311-01/SI-En